POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ
اَفَاۡئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ
انْقَلَبْتُمْ عَلٰۤى اَعْقَابِكُمْ

এবং মুহাম্মদ কেবল একজন রসূল। তাহার পূর্বেকার সকল রসূল অবশ্যই মারা গিয়েছে। অতএব, সে যদি মৃত্যু বরণ করে অথবা নিহত হয়, তাহা হইলে তোমরা কি তোমাদের গোড়ালির উপর (তৎক্ষণাৎ পশ্চাতে) ফিরিয়া যাইবে?

(আলে ইমরান:১৪৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 43

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 24 অক্টোবর, 2019 24 সফর 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

তিনি ইসলামকে অসহায় ত্যাগ করেন নি। বরং তিনি ইসলামকে রক্ষা করেছেন এবং নিজের সত্য রসূল (সা.)-এর প্রতিশ্রুতিগুলিকে সত্য প্রমাণ করেছেন। তাঁর পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণীগুলির তাৎপর্য উন্মোচিত করেছেন এবং এই শতাব্দীতে এক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করেছেন।

উন্নতির এই যুগে তিনি ইসলামকে অসহায় ত্যাগ করেন নি। বরং তিনি ইসলামকে রক্ষা করেছেন এবং নিজের সত্য রসূল (সা.)-এর প্রতিশ্রুতিগুলিকে সত্য প্রমাণ করেছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

বর্তমান যুগের অবস্থা এবং সংস্কারকের প্রয়োজনীয়তা

আমরা এমন এক যুগে বসবাস করছি, যখন কিনা মানুষের ঈমানি শক্তি নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে আর এর স্থান নিয়েছে দুরাচার ও পাপাচার। মানুষের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক একদিকে, আর অপরদিকে রয়েছে ইবাদত- সব কিছুর মধ্যেই বিকার দেখা দিয়েছে। কেবল এই বিপদই যদি থাকত, তবে কোনও ক্ষতি বা আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু এই সমস্ত বিষয় ছাড়াও সব থেকে বড় বিপদ, যার কথা আমি একাধিক বার উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি, যা প্রত্যেক ইসলাম দরদী হৃদয় অনুভব করেছে বা করতে পারে, সেটি হল বর্তমান যুগের প্রাকৃতিক ঔষধের প্রভাব, জ্যোতির্বিদ্যা এবং ত্রুটিপূর্ণ দর্শনশাস্ত্র-যা ইসলাম এবং মুসলমান জাতির উপর আঘাত হেনেছে। উলেমারা এদিকে দৃষ্টি দেন না, কেননা তারা গৃহযুদ্ধ, অভ্যন্তরীণ বিবাদ এবং পরস্পরকে কুফরী ফতোয়া দেওয়ার কাজ থেকে অব্যহতি পেলে তবেই না। কঠোর সাধনাকারীরা নিভৃতে বসে দোয়ায় মগ্ন হলে হয়তো কিছুটা প্রভাব সৃষ্টি হত। কিন্তু তারা পীর-পূজা এবং সুফি রীতি 'সামা'-র বৈধতার বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। সত্যিকার সুফিবাদের স্থান দখল করেছে কতিপয় এমন সব প্রথা, যেগুলির সঙ্গে কুরআন ও হাদীসের কোনও যোগসূত্র প্রমাণিত হয় না। চতুর্দিক থেকে অজ্ঞতা ও অর্বাচীনের শর নিক্ষিপ্ত হয়ে ইসলামকে আজ ক্ষতবিক্ষত করে তুলছে। একজন সংস্কারকের আবির্ভাবের যে যে শর্তপূরণ হওয়া আবশ্যক, সেগুলি সবই চূড়ান্ত বিন্দুতে উপনীত। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের নিজের ধর্মীয় রীতি-নীতিতে বিশ্বাসী। এই সমস্ত ঘটনা ও পরিস্থিতির উপর অনুমান করে বলা যেত যে ইসলামের ধ্বংস সন্নিকটে। ডাক্তার কিম্বা হেকিম যখন দেখে কোনও আন্ত্রিকের রুগীর দেহ বরফ-শীতল হয়ে পড়েছে, কিম্বা সে প্রলাপবিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তখন তারা রুগীকে দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্তের তকমা দিয়ে গাত্রোত্থান করে। রুগীর এমন করালদর্শনে অভিজ্ঞ চিকিসকেরাও আশাহত ও নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বর্তমানে ইসলামের অবস্থা সম্পর্কেও আশার আলো নিভে যেতে চলেছিল। কিন্তু এটিও যদি মানুষের কল্পনাপ্রসূত বা পার্থিব প্রচেষ্টার ফসল হত, তবে এই সব ঘোর দুর্যোগ ও বিপদাপদের যুগে চতুর্দিক থেকে আঘাত পেয়ে এবং মতানৈক্যের কারণে অভ্যন্তরীণভাবে জরাগ্রস্ত হওয়ার পরও ইসলামের টিকে থাকা দুরূহ বিষয় ছিল, বিশেষ করে যখন কি না বিরুদ্ধবাদীরা একে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে এবং আজও করে চলেছে। এমন কোনও বছর নেই, যখন কিনা ইসলামের উপর চড়াও হওয়ার জন্য তারা নতুন কোনও পন্থা উদ্ভাবন করে না।

বর্তমান যুগের অগ্রগতিও ইসলামের একটি নিদর্শন মাত্র

এমন নৈরাজ্যের যুগে ইসলামের জন্য অবধারিত ছিল যে এর শত্রুরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে একযোগে মুসলমান জাতিকে তাদের ধর্ম-বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করবে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার শক্তিশালী হাত ইসলামকে রক্ষা করেছে। এটিও ইসলামের সত্যতারই একটি দলিল। বর্তমান যুগের অগ্রগতিও ইসলামের নিদর্শন। অতএব, লক্ষ্য কর! বিরুদ্ধবাদীরা ইসলামকে মুছে ফেলতে তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছে। এমনকি তারা নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় নি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি বিপদের সময় একে রক্ষা করবেন। اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (সূরা হিজর, আয়াত:১০) অর্থাৎ তিনি এই যিকরকে অবতীর্ণ করেছেন, আর তিনিই একে রক্ষা করবেন। ইসলামের তরী ভয়াবহ দুর্যোগের কবলে পড়েছিল। বহু অর্থ ব্যয়ে পাদ্রীরা মানুষকে ইসলাম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার চেষ্টায় যাবতীয় প্রকারের পুরস্কার, প্রতিশ্রুতি, এবং নির্লজ্জ বিলাসিতার দিকে প্রলুব্ধ করেছে। তারা ইসলামী মতবাদকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। দেখ! অনাবৃষ্টি হলে বৃষ্টির জন্য দোয়া করা হয়। যদি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে বৃষ্টিপাত করানোর বিষয়ে সফলতা পাওয়া যায়, যেমন অধুনা আমেরিকার মানুষ এই চেষ্টায় রয়েছেন- তবে একটি ইসলামিক বিধানের বিলোপ হবে। আমি আর কোন্ কথা বর্ণনা করব? চতুর্দিক থেকে ইসলামের উপর আক্রমণ হচ্ছে, একে কালিমালিপ্ত করার জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু ঐ সব মানুষদের পরিকল্পনা ও পন্থা কি কাজে আসতে পারে, যখন খোদা তা'লা স্বয়ং ইসলামকে তাদের দুরভসন্ধি থেকে রক্ষা করতে চান? উন্নতির এই যুগে তিনি ইসলামকে অসহায় ত্যাগ করেন নি। বরং তিনি ইসলামকে রক্ষা করেছেন এবং নিজের সত্য রসূল (সা.)-এর প্রতিশ্রুতিগুলিকে সত্য প্রমাণ করেছেন। তাঁর পবিত্র ভবিষ্যদ্বাণীগুলির তাৎপর্য উন্মোচিত করেছেন এবং এই শতাব্দীতে এক ব্যক্তিকে আবির্ভূত করেছেন। আমি বারংবার বলে থাকি, সেই ব্যক্তি আমি নিজেই , যে এখন তোমাদের মাঝে বলছে। তিনি ইসলামের মধ্যে সত্যের প্রাণ ফুৎকার করবেন। তিনিই হৃত সত্যকে স্বর্গলোক থেকে নামিয়ে এনে মানুষের কাছে পৌছে দেন। তিনি মানুষের মনের অসৎ ধারণা এবং ঈমানের দুর্বলতাকে দূর করতে চান। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭১-৮৩)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর

(কংগ্রেসম্যানের সঙ্গে সাক্ষাত)

পূর্বের সংখ্যার পর

রাষ্ট্র ও ধর্ম পৃথক পৃথক হওয়া সম্পর্কে আলোচনা হলে কংগ্রেস ম্যান বলেন এ বিষয়ে আমি একটি নিবন্ধ রচনা করতে আগ্রহী, যেটিতে হুযুর আনোয়ারের বাণীকেও উদ্ধৃত করব।

হুযুর আনোয়ার জামাতে স্বেচ্ছাসেবীদের কাজের প্রসঙ্গে তাদের কাজের বিবরণ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এভাবে জামাত আহমদীয়া প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ডলার সাশ্রয় করে। জলসায় হাজার হাজার মানুষের জন্য আমাদের স্বেচ্ছাসেবীরা খাদ্য প্রস্তুত করে। আপনারা যেখানে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করেন, আমরা সেই কাজ কয়েক হাজারে সম্পন্ন করে ফেলি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আহমদীদের বিরুদ্ধে দেশ যে আইন তৈরী করেছে, তার কারণে আহমদীদের উপর নির্যাতন চলছে, সরকার ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্যাতন করা হচ্ছে। সেখানে আমাাদের আহমদী মহিলারা দোকানে গেলে দোকানদার তাকে বলে, 'তুমি বের হয়ে যাও, কারণ তুমি আহমদী।' একথা শুনে কংগ্রেসম্যান বলেন, 'আহমদী সেকথা তারা কিভাবে জেনে যায়?' হুযুর আনোয়ার বলেন, ' আহমদীদের চরিত্র, চাল-চলন ও ভাবগতি দেখে বোঝা যায়। আর মোল্লারাও চরবৃত্তি করে, আহমদীদের উপর নজর রাখে। এই কারণে তারা জেনে যায়।'

পাকিস্তানে ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে পশু কুরবানী করা হয়ে থাকে। ঈদের পর পুলিস আহমদীদের বাড়িতে এসে কুরবানীর পশু এবং আহমদী, উভয়কেই ধরে নিয়ে গেছে। সেখানে পুলিস, জনসাধারণ এবং মৌলবী-প্রত্যেকে আহমদীদের উপর নির্যাতনে জড়িত।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পাকিস্তানে আহমদীদের প্রতি বিদ্বেষ কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে তা অনুমান করতে পারবেন এই ঘটনাটি বিশ্লেষণ করলে। সেখানে ইমরান খান মোল্লাদের চাপে একজন আহমদী অর্থনীতিবিদকে দেশের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কাউন্সিল থেকে বের করে দেয়।

কংগ্রেস ম্যান বলেন, এখন তিনি পূর্বের থেকে বেশি আহমদীদের সঙ্গে মিলে নির্যাতন প্রতিরোধের কাজ করবেন।

১৯৯৯ সালে হুযুর আনোয়ার বন্দীদশা কাটিয়েছিলেন। কংগ্রেস ম্যান সে প্রসঙ্গেও কিছু প্রশ্ন করেন এবং এবিষয়ে তিনি বেশ আগ্রহ প্রকাশ করছিলেন। তিনি বলেন, আহমদীদের প্রতি উৎপীড়ন ইহুদীদের প্রতি হওয়া নিপীড়নকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ন্যাশনাল মজলিসে আমলা লাজনা ইমাউল্লাহ্ যুক্তরাষ্ট্র-এর সঙ্গে হুযুরে আনোয়ার (আই.)-এর বৈঠক

হুযুর আনোয়ার দোয়ার মাধ্যমে বৈঠক আরম্ভ করেন।

এরপর তিনি জেনারেল সেক্রেটারীর কাছে জানতে চান যে মোট মজলিসের সংখ্যা কত? সমস্ত মজলিস কি নিজেদের মাসিক রিপোর্ট পাঠায়? সেক্রেটারী সাহেব বলেন, মোট ৭৪টি মজলিস রয়েছে আর প্রত্যেকটি মজলিসই নিয়মিত রিপোর্ট পাঠায়। আলহামদোলিল্লাহ॥ হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞেস করেন, মজলিসগুলির রিপোর্টের ফিডব্যাক কে দেয়? সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারী ফিডব্যাক দেয় নাকি সদর সাহেবা? সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, সংশ্লিষ্ট বিভাগের সেক্রেটারীও দেয় আবার সদর সাহেবাও দিয়ে থাকেন।

হুযুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে সদর সাহেবা বলেন, তাঁর অফিস সেখানে, কিন্তু বাড়িতে থেকেই কাজ করেন। অনুষ্ঠানাদির সময় অফিস ব্যবহার করা হয়। নায়েব সদরও অফিসে কাজ করেন।

সেক্রেটারী তালিম নিজের বিভাগের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, এখন আমরা কুরআন করীমের সূরা নিসা অধ্যয়ন করছি, সেই সঙ্গে অর্ধেক রুকু অনুবাদ সহ পাঠ করা হয়। সঠিক উচ্চারণ সহকারে কুরআন পাঠ করার ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা হচ্ছে। হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী তালিম বলেন, আমরা 'কিশতিয়ে নূহ' পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছি। বিভিন্ন সভাতেও এর থেকে কিছু অংশ পাঠ করা হয়। এর উপর একটি লিখিত পরীক্ষার আয়োজনও হয়েছিল। এতে ৬৪ শতাংশ লাজনা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই মাসে কুরআনের শব্দ-ভিত্তিক অনুবাদের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এটি আমরা আল ইসলাম ওয়েব সাইট থেকে সংগ্রহ করেছি, যেটি তৈরী করেছে যুক্তরাজ্যের মজলিস আনসারুল্লাহ। এটি অত্যন্ত উপযোগী বিষয়।

এরপর হুযুর আনোয়ার সেক্রেটারী তরবীয়তকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি এবছর কি কি পরিকল্পনা করেছেন এবং এ পর্যন্ত কতখানি সফলতা পাওয়া গেছে? এর উত্তরে সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন, আমরা 'ওয়ার্ক বুক'-এর উপর কাজ করছি যাতে প্রতি মাসে বিবিধ প্রকারের প্রবন্ধ থাকে। যেমন-বিবাহ, সন্তানের তরবীয়ত, আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব, নামায, অবিচলতা প্রভৃতি বিষয়ের উপর প্রবন্ধ থাকে। এছাড়াও হুযুর আনোয়ারের খুতবা সমূহ শোনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করারও বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, মাঝে মাঝে কিছু কিছু খুতবা নিয়ে আলোচনাও কি হয়? তরবীয়ত সেক্রেটারী বলেন, কিছু মজলিস নিজেদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে খুতবা সম্পর্কে আলোচনা করে থাকে। কিছু মজলিস খুতবার গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়ে আলোচনা করে।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে প্রত্যেক খুতবার পর তা থেকে প্রশ্ন তৈরী করে লাজনাদেরকে দেন? সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, কিছু কিছু মজলিসে স্থানীয় স্তরে কিছু প্রশ্ন তৈরী থাকে, কিন্তু এখনও জাতীয় স্তরে এসব আরম্ভ করা যায় নি। যদি তা শুরু করা সম্ভব। হুযুর আনোয়ার বলেন, জাতীয় স্তরেও শুরু করুন আর স্থানীয় মজলিসগুলিতেও করুন। প্রথমে প্রশ্নগুলি নিজে পড়ুন, তার পর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করুন। সেক্রেটারী তরবীয়ত বলেন, এছাড়াও আমরা ছোটদের তরবীয়তের প্রতিও দৃষ্টি রাখছি। এ প্রসঙ্গে আমরা গত বছর একটি পুস্তক তৈরী করেছি। এছাড়া আমরা মায়েদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেও ছোটদের তরবীয়ত এবং বিশেষ করে নামায প্রতিষ্ঠার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মোট কতজন লাজনা নিয়মিত নামায পড়ে, এনিয়ে আমরা একটি জরিপ চলিয়েছিলাম। সমীক্ষাটি মতে ছয় হাজার লাজনার মধ্য থেকে ৪১০০ লাজনার পক্ষ থেকে উত্তর এসেছিল। তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশ লাজনা নামায পড়ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি লাজনাদের সংখ্যা। এছাড়া অন্যান্য পরিবার এবং ছোটদের নামায সংক্রান্ত রিপোর্ট কি বলছে? সেক্রেটারী তরবীয়ত উত্তর দেন, বা-জামাত নামাযের দিক থেকে সংখ্যা কম। আমাদের অনুমান মাত্র ৪৪ শতাংশ লাজনা নিজেদের বাড়িতে বা-জামাত নামায পড়ছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, লাজনারা কিভাবে সন্তানদেরকে নামাযের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন? সন্তানদেরকে নামাযের বিষয়ে মনোযোগী করে তোলাও লাজনাদের কর্তব্য। অন্ততঃপক্ষে তেরো-চোদ্দ বছর পর্যন্ত তাদেরকে নামাযের জন্য বলুন। এরপর তারা কিছুটা স্বাধীন হয়ে যায়। তরবীয়ত বিভাগ এবিষয়েও কি কোনও কাজ করছে? এর উত্তরে সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, সন্তানদেরকে নামাযের জন্য উৎসাহী করতে আমরা তাদের মায়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, এই মূহুর্তে আমাদের কাছে ২৪ জন নতুন আহমদী রয়েছেন। ইনশাআল্লাহ্ এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, নতুন আহমদীরা বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম থেকে এসেছেন। হুযুর আনোয়ার তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, এই নুতন আহমদীদের মধ্যে কতজন আমেরিকান রয়েছেন আর কতজন অন্য জাতি থেকে এসেছেন তার পৃথক পৃথক পরিসংখ্যন 'সেক্রেটারী নও মোবাঈয়াতকে' দিন। যাতে তিনি তাদের জন্য তরবীয়তের কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেন। এই নওমোইয়াতদেরর মধ্যে যদি কেউ মুসলমান থেকে আহমদী হয়েছেন, বা খৃষ্টধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, কিম্বা পূর্বে নাস্তিক ছিলেন, অন্য কোনও ধর্ম থেকে এসেছেন- সেক্ষেত্রে প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুসারে তাদের তরবীয়তের ব্যবস্থা করা হবে।

হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে নওমোবাঈয়াত সেক্রেটারী বলেন, নও মোবাঈয়াতের মধ্যে আরব বংশোদ্ভুত মহিলারাও রয়েছেন, কিছু পাকিস্তানী ও অন্যান্য জাতির মহিলাও রয়েছেন। হুযুর আনোয়ার জানতে চান, আপনাদের দলে আরবীভাষী কোনও মহিলা আছেন কি? সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, বর্তমানে তাঁর দলে কোনও আরবীভাষী মহিলা নেই। ভাষাগত দিক থেকে আরব মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনও প্রকারের সমস্যায় পড়তে হয় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার অনুমান, এখন তো পুরোনো আরব আহমদীর সংখ্যা অনেক রয়েছে যারা আপনাদেরকে এবিষয়ে সাহায্য করতে পারে। ভাষার সমস্যা না হলেও সাংস্কৃতিক ব্যবধানও একটি বিষয়। এই কারণে কোনও আরব মহিলা বেশি ভালভাবে আরব নও মোবাঈয়াতদের তত্ত্বধান করতে পারে। কেবল ভাষাই একমাত্র বাধা নয়। আরও একাধিক বিষয় দেখার আছে।

হুযুর আনোয়ার সেক্রেটারী তবলীগকে জিজ্ঞাসা করেন, এবছর

এর পর ১০ পাতায়

জুমআর খুতবা

মুসয়লামা কাযযাবের পক্ষ থেকে বিদ্রোহ ঘোষণাই ছিল এই যুদ্ধের মূল কারণ।

যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ এসে দেখে ইমাম খুতবা দিচ্ছেন, তবে তার উচিত দুই রাকাত নামায পড়ে নেওয়া। কিন্তু এই নামায যেন সংক্ষিপ্ত হয়। (হাদীস)

খোদার কসম আমি কখনও এমন বন্দি দেখি নি যে খুবায়েবের থেকে উন্নত চরিত্রের হবে।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবাগণ

হযরত ইয়াযিদ বিন রুকায়েশ, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা, হযরত আমর বিন মা'বাদ, হযরত নুমান বিন মালিক এবং হযরত খুবায়েব বিন আদি রাজিআল্লাহু আনহুম-এর পবিত্র জীবনালেখ্য

নবুয়্যতের মিথ্যা দাবিদার মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে সংঘটিত ইয়ামার চূড়ান্ত যুদ্ধ, বদরের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই রাজীর ঘটনা এবং হযরত খুবায়েব (রা.)–এর শাহাদতের ঘটনার বিশদ বিবরণ

আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে মুবাল্লিগ ও প্রেস ইনচার্য ও প্রবন্ধকের দায়িত্বপালনকারী শ্রদ্ধেয়া কাযী সফিউর রহমান সাহেবের মৃত্যু। মরহূমের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন থেকে প্রদত্ত ২০সেপ্টেম্বর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২০তবুক, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণের ধারাবাহিকতায় আজ আমি যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ দিয়ে শুরু করবো তিনি হলেন, হযরত ইয়াযীদ বিন রুকায়েশ। হযরত ইয়াযীদের সম্পর্ক ছিল কুরাইশ গোত্রের বনু আসাদ বিন খুযায়মা বংশের সাথে এবং হযরত ইয়াযীদ বনু আব্দে শামস-এর মিত্র ছিলেন।

(আস সীরাতুন নাবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬০)

কেউ কেউ তার নাম আরবাদও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এটি সঠিক নয়।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, লি ইবনে আসীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৫২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, প্রকাশকাল: ২০০৮)

হযরত ইয়াযীদের পিতার নাম ছিল রুকায়েশ বিন রিয়াব এবং তার উপনাম ছিল আবু খালেদ। হযরত ইয়াযীদ বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। হযরত ইয়াযীদ বদরের যুদ্ধে তায় গোত্রের আমর বিন সুফিয়ান নামের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০) (আস সীরাতুন নাবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৮০)

হযরত ইয়াযীদের এক ভাইয়ের নাম ছিল সাঈদ বিন রুকায়েশ, যিনি নিজ পরিবার পরিজনের সাথে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন, যাদেরকে প্রাথমিক হিজরতকারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, লি ইবনে আসীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৭৫, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, প্রকাশকাল: ২০০৮)

হযরত ইয়াযীদের আরেক ভাইয়ের নাম ছিল হযরত আব্দুর রহমান বিন রুকায়েশ, যিনি উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩৭০)

হযরত ইয়াযীদের এক বোনের নাম ছিল হযরত আমেনা বিনতে রুকায়েশ যিনি প্রাথমিক যুগেই মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন আর তিনিও নিজ পরিবার পরিজনের সাথে মদিনায় হিজরত করেছিলেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৭১)

হযরত ইয়াযীদ ইয়ামামার যুদ্ধের দিন ১২ হিজরী সনে শাহাদত বরণ করেছিলেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫০)

এই যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কিছুটা নিম্নরূপ; অবশ্য পূর্বেও আমি একবার সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়ে কিছুটা বর্ণনা করেছিলাম।

ইয়ামামার যুদ্ধ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খিলাফতকালে ১১ হিজরী সনে সংঘটিত হয়েছিল, কতিপয় ঐতিহাসিকের মতে ১২ হিজরীতে হয়েছিল। মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে ইয়ামামা নামক স্থানে এই যুদ্ধ হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইকরামা বিন আবু জাহ্লের নেতৃত্বে একটি সেনাদল মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তাদের পেছনে তাদের সহযোগিতার জন্য হযরত শোরাহবীল বিন হাসানার নেতৃত্বে আরেকটি সেনাদল প্রেরণ করেন। হযরত শোরাহবীলের পৌঁছানোর পূর্বেই হযরত ইকরামা মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেন যেন বিজয়-মুকুট তার মাথায় শোভা পায়। কিন্তু মুসায়লামার হাতে তারা পরাজিত হন। হযরত শোরাহবীল যখন এই ঘটনা জানতে পারেন তখন পথিমধ্যেই তিনি থেমে যান। হযরত ইকরামা নিজের ঘটনা হযরত আবু বকর (রা.)-কে লিখে পাঠালে হযরত আবু বকর (রা.) উত্তরে তাকে লিখেন যে, এই অবস্থায় তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করো না, আর আমি তোমাকে এমন অবস্থায় দেখতেও চাই না, আর তুমি মদিনাতেও ফিরে আসবে না যা দেখে মানুষের মাঝে ভীতির সৃষ্টি হতে পারে, বরং তুমি নিজ বাহিনী নিয়ে ওমানবাসী এবং মাহরার বিদ্রোহীদের সাথে গিয়ে যুদ্ধ কর। এরপর ইয়েমেন এবং হাযারা মওতে গিয়ে বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধ কর। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত শোরাহবীলকে লিখে পাঠান যে, হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদের আগমন পর্যন্ত তুমি স্বস্থানেই অবস্থান কর। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদকে মুসায়লামা কায্যাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করেন এবং তার সাথে আনসার ও মুহাজিরদের একটি বড় বাহিনী প্রেরণ করেন। আনসার দলের নেতা ছিলেন হযরত সাবেত বিন কায়েস এবং মুহাজেরদের নেতা ছিলেন হযরত আবু হুযায়ফা ও যায়েদ বিন খাত্তাব। হযরত খালেদের আগমনের পূর্বেই হযরত শোরাহবীল মুসায়লামা কাযযাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেন এবং পশ্চাদপদ হয়ে পড়েন। হযরত আবু বকর হযরত খালেদের জন্য হযরত সলীতের নেতৃত্বে আরো সাহায্য প্রেরণ করেন যেন পেছন থেকে অন্য কেউ তাদের ওপর আক্রমণ করতে না পারে। হযরত আবু বকর (রা.) বলতেন, আমি বদরী সাহাবীদের ব্যবহার করতে চাই না। তারা নিজেদের সৎকর্ম নিয়েই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থাতেই আমি তাদেরকে রেখে যেতে চাই। তাদের কাছ থেকে ব্যবহারিকরূপে সাহায্য গ্রহণের চেয়ে শ্রেয় উপায় হল, আল্লাহ্ তা'লা তাদের কল্যাণে এবং পুণ্যবান লোকদের

কল্যাণে উত্তমরূপে বিপদাবলী দূর করে দিন। যাহোক, কতিপয় বাধ্যবাধকতার কারণে কোন কোন সময় অংশগ্রহণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে হযরত উমর (রা.)-র মত এর বিপরীত ছিল। তিনি বদরী সাহাবীদেরকে সেনাবাহিনী ইত্যাদিতে কাজে লাগাতেন।

যাহোক, এই যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল তের হাজার, অপরদিকে মুসায়লামার সেনাসংখ্যা চল্লিশ হাজার বর্ণনা করা হয়ে থাকে। মুসায়লামা কায্যাবের সাথে এক ব্যক্তি ছিল যার নাম ছিল নাহারুর রাজ্জাল বিন উনফুয়া, সে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে পবিত্র কুরআন এবং ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করে। মহানবী (সা.) তাকে ইয়ামামাবাসীদের জন্য শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করেন যেন সে মুসায়লামা কায্যাবের নবুয়্যতের দাবির অসারতা প্রমাণ করে। কিন্তু সেখানে গিয়ে এই ব্যক্তি মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী হয়ে যায় আর এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আমি মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলতে শুনেছি, অর্থাৎ মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, মুসায়লামাকে আমার সাথে নবুয়্যতের অংশীদার বানানো হয়েছে, নাঊযুবিল্লাহ। যাহোক, পূর্বেও আর বর্তমানেও যখন কেউ মুরতাদ হয় তখন এভাবেই ভ্রান্ত আপত্তি এবং মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা এমন লোকদের কাজ হয়ে থাকে। যাহোক,এই ব্যক্তির ধর্মত্যাগ মুসায়লামার গোত্র বনু হানিফার ওপর তার নবুয়্যতের দাবির তুলনায় কয়েকগুন বেশি মন্দ প্রভাব বিস্তার করে কেননা তাকে প্রেরণ করা হয়েছিল তরবিয়তের জন্য, তাই মানুষের ওপর এরও প্রভাব ছিল। মুসায়লামার নবুয়তের দাবির ফলে খুব বেশি প্রভাব পড়ে নি কিন্তু যখন সে ব্যক্তি এসব কথা বলে তখন তার কথায় মানুষ প্রভাবিত হতে আরম্ভ করে। তার সাক্ষ্য সবাই মেনে নেয় এবং ফলাফলস্বরূপ মুসায়লামার আনুগত্য স্বীকার করে নেয় এবং তাকে বলে যে, তুমি নবী (সা.)-কে পত্র লেখ, যদি তিনি তোমার কথা না মানেন তাহলে তাঁর (সা.) বিরুদ্ধে আমরা তোমাকে সাহায্য করব। তাদের পক্ষ থেকে এই বিদ্রোহ ঘোষণাই মূলত যুদ্ধের প্রকৃত কারণ ছিল।

অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) যে হযরত খালেদ (রা.)-কে প্রেরণ করেছিলেন সেই যুদ্ধের ঘটনা বর্ণিত হচ্ছে। এরপর যে বর্ণনা রয়েছে তা হলো-হযরত খালেদ সম্পর্কে যখন জানা গেল যে, তিনি কাছাকাছি এসে গেছেন তখন সে উকরবা নামক স্থানে তারা তাঁবু খাটায় আর মানুষকে তার সাহায্যের জন্য আহ্বান করে। বিশাল সংখ্যক মানুষ তার দিকে আসতে থাকে। তখনই মুজাআ বিন মুরারা একটি সেনাদলসহ বাইরে আসলে মুসলমানরা তাকে এবং তার সাথীদেরকে পাকড়াও করে। তারা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল। হযরত খালেদ তার সাথীদেরকে হত্যা করেন আর মুজাআকে জীবিত রাখেন কেননা বনু হানিফা গোত্রে তার অনেক সম্মান ছিল। তাদের নেতাকে হত্যা করেননি বরং যুদ্ধবন্দি হিসেবে আটক করেন। মুসায়লামার পুত্র শোরাহবিল বনু হানিফাকে প্ররোচিত করতে গিয়ে বলে যে, আজ আত্মভিমান প্রদর্শনের দিন। যখন তাকে (অর্থাৎ মুজাআ'কে) পাকড়াও করা হয় তখন মুসায়লামার পুত্র বনু হানিফা গোত্রকে প্ররোচিত করতে থাকে যে, যদি আজ তোমরা পরাজিত হও তাহলে তোমাদের মহিলাদেরকে দাসী বানানো হবে আর বিবাহ বহির্ভূতভাবে তাদেরকে ব্যবহার করা হবে। অতএব আজ তোমরা তোমাদের মান-সম্ভ্রমের সুরক্ষার জন্য পূর্ণ বীরত্ব প্রদর্শন কর এবং নিজেদের মহিলাদের সুরক্ষা কর। যাহোক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মুহাজিরদের পতাকা হুযায়ফার মুক্ত দাস হযরত সালেম-এর কাছে ছিল, যখন কিনা এর পূর্বে তা আব্দুল্লাহ বিন হাফ্স-এর কাছে ছিল কিন্তু তিনি শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন, আর আনসারদের ঝাণ্ডা হযরত সাবেত বিন কায়েসের কাছে ছিল। তুমুল যুদ্ধ হয় আর সেই যুদ্ধ এমন ছিল যে, মুসলমানদের ইতিপূর্বে কখনো এমন ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয় নি। এই যুদ্ধে মুসলমানরা পশ্চাদপদ হয় আর বনু হানিফার লোকেরা মুজাআকে মুক্ত করার জন্য সামনে অগ্রসর হয়, যাকে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ বন্দি করেছিলেন, আর হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদের তাবুর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হয়, অর্থাৎ সেখানে যায় বা সেদিকে অগ্রসর হয়। সে সময় হযরত খালেদের স্ত্রী তাবুর ভিতরে ছিলেন। তারা হযরত খালিদের স্ত্রীকে হত্যা করতে চাইলে মুজাআ বলে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করতে বাধা দেয়। মুজাআ তাদেরকে পুরুষদের ওপর আক্রমণ করতে বলে। তখন তারা তাবু লন্ডভন্ড করে চলে যায়। যুদ্ধ আবার চরম আকার ধারণ করে আর বনু হানিফা গোত্রের লোকেরা সবাই মিলে তীব্র আক্রমণ করে। সেদিন কখনো মুসলমানদের পাল্লা ভারী হতো আর কখনো কাফিরদের। সেই যুদ্ধে হযরত সালেম, হযরত আবু হুযায়ফা ও হযরত যায়েদ বিন খাত্তাবের মতো সম্মানিত সাহাবীরা শহীদ হন।

হযরত খালেদ যখন মুসলমানদের এই অবস্থা লক্ষ্য করেন তখন তিনি প্রত্যেক গোত্রকে পৃথক পৃথকভাবে সারিবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেন যেন বিপদাপদের মাত্রা অনুমান করা যায় আর এটি বোঝা যায় যে, কোথা থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে তিনি যুদ্ধের সারিগুলোকে পৃথক পৃথক করে সাজান। মুসলমানরা তখন পরস্পরকে বলছিল যে, আজ পশ্চাদপসরণে আমাদের লজ্জা হচ্ছে, অর্থাৎ আমাদের যে অবস্থা হচ্ছে তা খুবই লজ্জাজনক। মুসলমানদের জন্য এর চেয়ে অধিক বিপদের দিন আর ছিল না। মুসায়লামা তখনো তার অবস্থানে দৃঢ় ছিল এবং কাফিরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। হযরত খালেদ বুঝতে পারেন এবং অনুভব করেন যে, তাকে হত্যা না করা পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ হবে না। এটি বুঝতে পেরে হযরত খালেদ সামনে এগিয়ে যান এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেন। আর রণসঙ্গীত উচ্চকিত করেন, যা সেই যুগে ছিল- ইয়া মুহাম্মদা। যে-ই (তার বিরুদ্ধে) যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে সে নিহত হয়েছে, এর ফলে মুসলমানরা উজ্জীবিত হয়। এরপর হযরত খালেদ মুসায়লামাকে আহ্বান করেন। কিন্তু সে সামনে আসে নি বরং পলায়ন করে আর নিজ সাথিদের নিয়ে নিজের বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং বাগানের দরজা বন্ধ করে দেয়। মুসলমানেরা চতুর্দিক থেকে তার বাগান ঘিরে ফেলে। হযরত বারা বিন মালেক বলেন, হে মুসলমানেরা!তোমরা আমাকে প্রাচীরের ওপর চড়িয়ে ভেতরে নামিয়ে দাও। তিনি খুবই সাহসী ছিলেন। মুসলমানেরা বলে, আমরা এমনটি করতে পারি না, কিন্তু হযরত বারা তা মানেন নি বরং জোর দিয়ে বলেন, আপনারা আমাকে কোনভাবে এই বাগানের ভেতরে নামিয়ে দিন। কাজেই মুসলমানেরা তাকে প্রাচীরের ওপর চড়িয়ে দেয় আর তিনি তার ওপর থেকে শত্রুদের মাঝে লাফিয়ে পড়ে বাগানের ভেতরে চলে যান। ভেতরে গিয়ে তিনি দরজা খুলে দেন। মুসলমানরা বাগানের ভেতরে প্রবেশ করলে পুনরায় ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। ওয়াহশী মুসায়লামাকে হত্যা করেন। এই ওয়াহশী হল সেই ব্যক্তি যে মহানবী (সা.) এর চাচা হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদ করেছিল। যাহোক, এক বর্ণনা মতে, ওয়াহশী এবং অপর এক আনসারী সম্মিলিত ভাবে মুসায়লামাকে হত্যা করেছিলেন। ওয়াহশী নিজের বর্শা মুসায়লামার দিকে নিক্ষেপ করেন আর আনসারীও নিজের তরবারি দিয়ে তাকে আঘাত করেন। উভয়ে একই সময়ে আক্রমণ করেছিলেন। তাই পরবর্তীতে ওয়াহশী বলতেন, আল্লাহ্ই ভালো জানেন যে, আমাদের মধ্যে কার আঘাতে মুসায়লামার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি চিৎকার করে এই ঘোষণা করে যে, মুসায়লামাকে এক কৃষ্ণাঙ্গ দাস হত্যা করেছে। তাই এই সম্ভাবনাই বেশি যে, ওয়াহশীই হত্যা করেছে। হযরত খালেদ মুজাআ-এর মাধ্যমে মুসায়লামার লাশ খুঁজে বের করেন।

মুজাআ হযরত খালেদকে বলে, মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হিসেবে আগত লোকেরা ত্বরাপরায়ণ ও অনভিজ্ঞ ছিল। সকল দুর্গ অভিজ্ঞ সৈনিকে পরিপূর্ণ। তাদের পক্ষ থেকে আমার সাথে সন্ধি করে নিন, এখন যুদ্ধ করলে মুসলমানদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। সে ধূর্ততার সাথে কৌশল অবলম্বন করে। হযরত খালেদ মুজাআ-র সাথে এই শর্তে সন্ধি করেন যে, তাদেরকে প্রাণে মারা হবে না, অর্থাৎ তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে, কিছু করা হবে না, বন্দি বানানো হবে না, এ ছাড়া সমস্ত কিছুর উপর মুসলমানরা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করবে।

মুজাআ অতি ধূর্ত ব্যক্তি ছিল। সে বলে, আমি দুর্গবাসীদের কাছে যাচ্ছি এবং তাদের সাথে পরামর্শ করে আসছি। মুসায়লামা নিহত হওয়ার কারণে তাদের মনোবল ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু তার ধূর্ততা সেই কাফিরদের কাজে লাগে। মুজাআ দুর্গে এসে দেখল সেখানে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ এবং দুর্বল ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউই ছিল না। সে এই কৌশল অবলম্বন করে যে, মহিলাদেরকে বর্ম পরিধান করায় আর তাদেরকে বলে যে, আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তোমরা গিয়ে দুর্গের পাঁচিলে দাঁড়িয়ে থাক আর অনবরত রণসঙ্গীত উচ্চকিত করতে থাক। হযরত খালেদের কাছে ফিরে এসে সে বলে, তোমার সাথে যে শর্তে আমি সন্ধি করেছিলাম, দুর্গের লোকজন সেটা মানছে না, অর্থাৎ তাদেরকে প্রাণে ছেড়ে দেওয়া এবং বাকি সব ধনসম্পদ মুসলমানদের হয়ে যাবে (সেই শর্ত)। আর তাদের কেউ কেউ নিজের অস্বীকৃতি প্রকাশার্থে

যুগ ইমাম-এর বাণী

কোনও ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতা ব্যাতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। **(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১)**

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

প্রাচীরের উপর দৃশ্যমান রয়েছে; আমি তাদের দায়িত্ব নিতে পারব না, তারা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। হযরত খালেদ দুর্গগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখতে পান যে, সেগুলো সৈন্য-সামন্তে ভরা ছিল। তার অর্থাৎ মুজাআ-র কৌশলের ফলাফলস্বরূপ মহিলারা যুদ্ধেরপোশাক পরে সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল। এই ভয়াবহ যুদ্ধে মুসলমানদের নিজেদেরও ক্ষতি হয়েছিল, যুদ্ধ অনেক দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল, মুসলমানরা বিজয় অর্জন করে দ্রুত ফিরে যেতে চাইছিল। তাই হযরত খালিদ মুজাআ-র সাথে এই শর্তে সন্ধি করেন যে, সব সোনা, রুপা, পশুপাল এবং অর্ধেক দাস-দাসী হযরত খালেদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। অপর এক বর্ণনানুসারে এক-চতুর্থাংশ বন্দির বিনিময়ে তিনি সন্ধি করেন।

এই যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষ থেকে মদিনার মুহাজির ও আনসারদের মাঝ থেকে তিনশ' ষাটজন এবং মদিনার বাইরের তিনশ'জন মুহাজির শহীদ হন; অপরদিকে বনু হানিফার মধ্য থেকে আকরাবার যুদ্ধক্ষেত্রে সাত হাজার, বাগানে সাত হাজার এবং পলাতকদের পিছু ধাওয়ার সময় আরও সাত হাজার কাফিরকে হত্যা করা হয়। এই বাহিনী যখন মদিনায় ফিরে আসে তখন হযরত উমর (রা.)তার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্‌কে বলেন, যায়েদের পূর্বে তুমি কেন শহীদ হলে না? যায়েদ শহীদ হয়ে গেছেন, অথচ তুমি এখনও বেঁচে আছ! কেন তুমি আমার কাছ থেকে তোমার মুখ লুকালে না? একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ্ নিবেদন করেন যে, হযরত যায়েদ আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে শাহাদত লাভের প্রার্থনা করেছিলেন এবং আল্লাহ্‌তা'লা তাকে তা দান করেছেন; আর আমি এর জন্য চেষ্টা করেছিলাম যেন আমিও তা লাভ করতে পারি, কিন্তু আমার তা অর্জন হয় নি। যাহোক, সে বছরই ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক সাহাবীর শাহাদতের পর হযরত আবু বকর (রা.) কুরআন সংকলনের নির্দেশ প্রদান করেন; পাছে কুরআন করীম বিলুপ্ত হয়ে না যায়, আর তা একত্রিত করা হয়। এ ছিল ইয়ামামার যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ।

(আল কামিলু ফিততারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৮-২৩৪, প্রকাশক- দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত) (তারিখ তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০০-৩১০) (তারিখ ইবনে খালদুন, অনুবাদক: আল্লামা হাকীম আহমদ হোসেনাবাদী, ৩য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ: ২৩১, দারুল ইশাআত করাচি, প্রকাশকাল: ২০০৩)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তাঁর নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা (রা.)। তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ বিন মাখরামা এবং ডাক নাম ছিল আবু মুহাম্মদ। তার সম্পর্ক ছিল বনু আমের বিন লোঈ গোত্রের সাথে। তাকে আব্দুল্লাহ্ আকবর-ও বলা হতো। তিনি প্রাথমিক যু গে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তার পিতার নাম মাখরামা বিন আব্দুল উয্যা এবং মায়ের নাম বাহনানা বিনতে সাফওয়ান ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা-র সন্তানের মধ্যে এক ছেলে মাসাহেক-এর উল্লেখ পাওয়া যায় যিনি তার স্ত্রী যয়নব বিনতে সুরাকার গর্ভজাত ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি দুটি হিজরত করার সৌভাগ্য লাভ করেন, একটি ইথিওপিয়ায় এবং অপরটি মদিনায়। ইবনে ইসহাক হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামার উল্লেখ সেসব সাহাবীর মাঝে করেছেন যারা হযরত জা'ফর (রা.)-এর সাথে ইথিওপিয়ায় হিজরত করেছিল। ইউনুস বিন বুকায়ের সালামা এবং বুকাঈ, ইবনে ইসহাকের এই উক্তি উল্লেখ করেছেন যাতে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামার ইথিওপিয়ায় হিজরতের কথা উল্লেখ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা হিজরত করে যখন মদিনায় পৌঁছেন তখন তিনি হযরত কুলসুম বিন হিদম এর ঘরে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত ফারওয়া বিন আমর আনসারীর সাথে আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা বদরের যুদ্ধ এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি যখন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তখন তার বয়স ছিল ত্রিশ বছর। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর খিলাফতকালে যখন তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন তখন তার বয়স ছিল ৪১ বছর।

(আত তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৮-৩০৯) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, লি ইবনে আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৭-৩৭৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, প্রকাশকাল: ২০০৮)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা (রা.)-র শাহাদত লাভের আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি ছিল। অতএব তিনি আল্লাহ্ তা'লার নিকট এই বলে দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না যতক্ষণ আমি আমার শরীরের প্রতিটি সন্ধিস্থলে খোদার পথে প্রাপ্ত ক্ষত দেখতে না পাই। অতএব, ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি তার শরীরে সন্ধিস্থলগুলিতে আঘাত পান, যার ফলে তিনি শহীদ হন।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ১৯৩)

তিনি অনেক বেশি ইবাদাতকারী মানুষ ছিলেন। যৌবনকালেও অনেক বেশি ইবাদত করতেন। হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, ইয়ামামার যুদ্ধের বছর আমি, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাখরামা এবং হযরত আবু হুযায়ফা (রা.)-এর মুক্ত দাস হযরত সালেম একসাথে ছিলাম। আমরা তিনজন পালা করে ছাগল চরাতাম। অর্থাৎ কিছু মালামালও ছিল সৈন্যদের জন্য যার রক্ষণাবেক্ষণ করতে হতো। অতএব যেদিন যুদ্ধ আরম্ভ হয় সেদিন ছাগল চরানোর পালা আমার ছিল। ছাগল চরিয়ে ফিরে আসলে আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাখরামা (রা.)-কে যুদ্ধের ময়দানে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি এবং তার কাছে রয়ে যাই। তিনি বলেন, হে আব্দুল্লাহ্ বিন উমর! রোযাদারগণ কি ইফতারী করেছে? সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, এই ঢালে কিছুটা পানি দাও যেন আমি তা দিয়ে ইফতার করতে পারি। তিনি যুদ্ধাবস্থায়ও রোযা রেখেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বলেন, আমি পানি আনতে যাই কিন্তু ফিরে এসে দেখি তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, লি ইবনে আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৭, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, প্রকাশকাল: ২০০৮

হযরত আমর বিন মা'বাদ (রা.) হলেন পরবর্তী সাহাবী যার আমি স্মৃতিচারণ করব। তার নাম উমায়ের বিন মা'বাদ-ও বলা হয়ে থাকে। তার পিতার নাম ছিল মা'বাদ বিন আযআর। তাঁর সম্পর্ক ছিল আনসারদের অওস গোত্রের বনু যুবায়া শাখার সাথে।

(আস সীরাতুন নাবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৫)

হযরত আমর বিন মা'বাদ (রা.) বদর, উহুদ, পরিখাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আমর বিন মা'বাদ হুনায়নের যুদ্ধের দিন সেই একশত অবিচল সাহসী যোদ্ধা সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন,যাদের রিযিকের দায়ভার স্বয়ং আল্লাহ্‌গ্রহণ করেছিলেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৩)

মহানবী (সা.)-এর সাথে তারা অবিচলভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বলেন, হুনায়নের যুদ্ধের দিন আমাদের অবস্থা এমন ছিল যে, মুসলমানদের দুটি দল পিছপা হয়ে গিয়েছিল এবং মহানবী (সা.) এর সাথে একশত লোকও ছিল না।

(সুনানে তিরমিযী, আবওয়াবুল জিহাদ, হাদীস-১৬৮৯)

হুনায়নের যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর পাশে দৃঢ়তার সাথে অবস্থানকারী সাহাবীগণের সংখ্যার ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তার মতে, এমন সাহাবীদের সংখ্যা আশি এবং একশ'র মাঝামাঝি ছিল।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রিশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৮৪)

কেউ কেউ বলে, একশত ছিল। যাহোক,তারা অতি স্বল্পসংখ্যক ছিলেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ আমি এখন করব তার নাম হলো হযরত নোমান বিন মালেক (রা.)। তাঁর নাম নোমান বিন কাওকালও বলা হয়ে থাকে। ইমাম বুখারী তার নাম ইবনে কাওকাল বর্ণনা করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী, যিনি একজন আলেম ছিলেন, তিনি বুখারীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, ইবনে কাওকালের পূর্ণ নাম ছিল নোমান বিন মালেক বিন সালেবা বিন আসরাম। সালেবা অথবা আসরামের উপাধি ছিল কাওকাব। নোমান তার দাদার প্রতি আরোপিত হতেন। তাই তাকে নোমান বিন কাউকাল বলা হতো।

(সহী আল বুখারী, কিতবুল জিহাদ ওয়াস সীর, হাদীস-২৮২৭)

(উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড-১৪, পৃ: ১৮৩)

হযরত নোমান বিন মালেক খুঁড়িয়ে হাঁটতেন।

(মারিফাতিস সাহাবা লি আবি নঈম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৭)

হযরত নোমান বিন মালেক এর পিতার নাম ছিল মালেক বিন সালেবা এবং তার মাতার নাম ছিল আমরা বিনতে যিয়াদ। তিনি হযরত মুজাযের বিনতে যিয়াদের বোন ছিলেন। হযরত নোমানের সম্পর্ক ছিল আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু গানাম শাখার সাথে। এই গোত্র কাউকাল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ইবনে হিশামের মতে হযরত নোমান বিন মালেক নোমান কাউকাল নামেও সুপরিচিত ছিলেন। এছাড়া ইবনে হিশাম তার গোত্র বনু দাদও উল্লেখ করেছেন। কাউকাল কেন বলা হতো- পূর্বেও একটি খুতবায় তা বর্ণনা করেছি। মদিনায় যখন কোন সর্দারের কাছে কোন ব্যক্তি আশ্রয় প্রার্থনা করত, তখন তাকে বলা হতো যে, এই পাহাড়ে যেভাবে চাও আরোহন কর। অর্থাৎ তুমি এখন নিরাপদ, যেভাবে চাও থাক এবং তোমার কোন বিষয়ে কষ্ট অনুভব করার প্রয়োজন নেই আর স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব কর, কোন কিছুকে ভয় করো না। অপর দিকে যারা আশ্রয়দানকারী ছিল তারা কাওয়াকেলা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। ঐতিহাসিক ইবনে হিশাম বলেন, এমন নেতারা যখন কাউকে আশ্রয়

দিত তখন তার হাতে একটি তির দিয়ে বলতো যে, এই তির নিয়ে এখন তুমি যেখানে ইচ্ছে যাও। হযরত নো'মানের দাদা সালেবা বিন দাদকে কাওকাল বলা হতো। তিনি আশ্রয়দানকারীদের একজন ছিলেন। অনুরূপভাবে খাযরাজ গোত্রের নেতা গানাম বিন অউফকেও কাওকাল বলা হতো, একইভাবে হযরত সাদ বিন উবাদাও কাওকাল উপাধিতে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। এছাড়া বনু সালেম, বনু গানাম এবং বনু অউফ বিন খাযরাজকেও কাওয়াকেলা বলা হতো। বনু অউফ এর নেতা ছিলেন হযরত উবাদা বিন সামেত।

হযরত নোমান বিন মালেক বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তাকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া শহীদ করেছিল। অপর এক বর্ণনানুসারে হযরত নো'মান বিন মালেককে আবান বিন সাঈদ শহীদ করেছিল। হযরত নো'মান বিন মালেক, হযরত মুজাযের বিন যিয়াদ এবং হযরত উবাদা বিন হিসহাসকে উহুদের যুদ্ধের সময় একই কবরে সমাহিত করা হয়েছিল।

(আস সীরাতুন নাবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৫৬০) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, লি ইবনে আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৫৮-১৫৯), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, প্রকাশকাল: ২০০৮) (উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড-১৪, পৃ: ১৮২, দার আহিয়াউত তুরাসুল আরবী)

মহানবী (সা.)-এরউহুদের যুদ্ধের জন্য বের হওয়ার সময় আর আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই সলু লের সাথে পরামর্শের সময় হযরত নোমান বিন মালেক নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! খোদার কসম, আমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করব। তিনি (সা.) বলেন, তা কীভাবে? তখন হযরত নোমান (রা.) নিবেদন করেন, এই কারণে যে, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং আপনি (সা.) আল্লাহ্র রসূল আর আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কখানোই পলায়ন করব না। এতে মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সত্য বলেছ। আর সেদিনই তিনি শাহাদত বরণ করেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, লি ইবনে আসীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩২২), দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, প্রকাশকাল: ২০০৮)

খালেদ বিন আবু মালেক জা'দী বর্ণনা করেন যে, আমি আমার পিতার গ্রন্থে এই রেওয়ায়েত পেয়েছি যে, হযরত নোমান বিন কাওকাল আনসারী দোয়া করেছিলেন যে, তোমার কসম হে আমার প্রভু, সূর্যাস্তের পূর্বেই আমি আমার এই পঙ্গুত্ব নিয়ে জান্নাতের শ্যামল উদ্যানে বিচরণ করব। অতএব সেদিনই তিনি শহীদ হন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'লা তাঁর দোয়া কবুল করেছেন, কেননা আমি তাকে দেখেছি, অর্থাৎ কাশফে আল্লাহ তা'লা মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন, তিনি (সা.) বলেন, আমি তাকে দেখেছি যে, সে জান্নাতে বিচরণ করছিল এবং তার মধ্যে কোন প্রকার পঙ্গুত্ব ছিল না।

(মারিফাতিস সাহাবা লি ইবনে নাঈম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩১৭)

হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন যে, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকট উপস্থিত হই। তিনি (সা.) তখন খায়বারে অবস্থান করছিলেন, আর সাহাবীগণ ইতোমধ্যে তা জয় করেছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমাকেও (মালে গনিমতের) অংশ দিন। সাঈদ বিন আস্-এর এক পুত্র বলে উঠে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তাকে অংশ দিবেন না। তখন হযরত আবু হুরায়রা বলেন, এ নোমান বিন কাওকাল এর হত্যাকারী। ইবনে সাঈদ বিন আস্ বলে, এর আচরণ দেখে আশ্চর্য হতে হয়! সে আমাদের সাথে অহংকারসূচক আচরণ করে। এখনই তো সে 'যান' পাহাড়ের চূড়ায় ছিল, যা তিহামা অঞ্চলে অবস্থিত এবং হযরত আবু হুরায়রার গোত্র দৌস-এর পাহাড়গুলোর মধ্যে একটি পাহাড়, সেখান থেকে ছাগল চরাতে চরাতে সে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, আবার আমার উপর অভিযোগ আরোপ করে যে,আমি একজন মুসলমান পুরুষকে হত্যা করেছি। অতঃপর সে বলে, যাকে আল্লাহ্ তা'লা আমার হাতে সম্মানিত করেছেন এবং আমাকে তার হাতে লাঞ্ছিত করেন নি। অত্যন্ত কৌশলের সাথে সে উত্তর দেন। সুফিয়ান বলতেন, আমি জানি না, তিনি (সা.) তাকে অংশ দিয়েছিলেন কিনা।

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াসসীর, হাদীস-২৮২৭) (আল মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৩)

হযরত জাবের হতে বর্ণিত যে, হযরত নোমান বিন কাওকাল রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর নিকটে আসেন এবং তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমি যদি ফরজ নামাযসমূহ আদায় করি ও রমজানের রোযা রাখি এবং হারাম জিনিসকে হারাম জ্ঞান করি ও হালাল জিনিসকে হালাল জ্ঞান করি, আর এর চেয়ে অতিরিক্ত কিছুই না করি তাহলে কি আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব? তখন তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বলেন, খোদার কসম! আমি এর বেশি কিছুই করব না।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল, খণ্ড-২৩, পৃ: ৭৮)

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত যে, হযরত নো'মান বিন কাওকাল মসজিদে প্রবেশ করেন, তখন মহানবী (সা.) জুমুআর খুতবা প্রদান করছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে বলেন, হে নো'মান! দুই রাকাত নামায পড়ে নাও। জুমুআর যে সুন্নত নামায রয়েছে সেই বিষয়টি এখানে বর্ণিত হয়েছে। তিনি আসেন, তখন মহানবী (সা.) জুমুআর খুতবা দিচ্ছিলেন, তিনি (সা.) তাকে বলেন যে, দুই রাকাত নামায পড়ে নাও, তা সংক্ষিপ্তভাবে পড়। অর্থাৎ সংক্ষেপে জুমুআর যে সুন্নত রয়েছে তা পড়ে নাও। খুতবা যেহেতু আরম্ভ হয়ে গেছে তাই দুই রাকাত নামায পড়ে নাও আর সংক্ষিপ্তভাবে পড়। এরপর তিনি (সা.) বলেন, যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ মসজিদে আসে আর ইমাম খুতবা প্রদানরত থাকেন তাহলে তার উচিত সে যেন দুই রাকাত নামায পড়ে আর তা যেন সংক্ষিপ্ত হয়।

(মারিফাতুস সাহাবা, লি ইবনে নাঈম, খণ্ড-৪, পৃ: ৩১৭)

এরপর যে সাহাবীর এখন স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত খুবায়েব বিন আদী আনসারী। হযরত খুবায়েব বিন আদী আনসারদের অওস গোত্রের বনু জাজেবা বিন অওফ বংশের সদস্য ছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৮১)

হযরত উমায়ের বিন আবু ওয়াকাস যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার এবং হযরত খুবায়েব বিন আদীর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনা করেন।

(উয়ুনুল আসার, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩২, দারুল কলম, বেরুত)

হযরত খুবায়েব বিন আদী বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন আর সেই যুদ্ধে তিনি হারেস বিন আমেরকে হত্যা করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে মুজাহিদগণের জিনিসপত্রের দেখাশুনার দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত ছিল।

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, ৪র্থ ভাগ, পৃ: ৩০৯)

হযরত খুবায়েব বিন আদী চতুর্থ হিজরী সনে রজী-র অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত খুবায়েব বিন আদি এবং হযরত যায়েদ বিন দাসেনাকে মুশরিকরা বন্দি করে এবং তাদেরকে সাথে করে মক্কায় নিয়ে যায়। মক্কায় পৌঁছে এই দু'জন সাহাবীকে বিক্রি করে দেওয়া হয়। হারেস বিন আমেরের পুত্ররা হযরত খুবায়েব (রা.)-কে ক্রয় করে যেন তারা তাদের পিতা হারেসকে হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে; যাকে বদরের যুদ্ধে হযরত খুবায়েব হত্যা করেছিলেন। ইবনে ইসহাকের মতে হুজায়ের বিন আবু ইহাব তামিমী হযরত খুবায়েব (রা.)-কে ক্রয় করেছিল, যে কিনা হারেসের সন্তানদের মিত্র ছিল। তার কাছ থেকে হারেসের পুত্র উকবা হযরত খুবায়েব (রা.)-কে ক্রয় করেছিল যেন নিজ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। একথাও বলা হয়েছে যে, উকবা বিন হারেস হযরত খুবায়েব (রা.)-কে বনু নাজ্জারের কাছ থেকে কিনেছিল। একথাও বলা হয়েছে যে, আবু ইহাব, ইকরামা বিন আবু জাহল, আখনাস বিন শুরায়েক, উবায়দা বিন হাকীম, উমাইয়া বিন আবু উতবা হাযরামীর পুত্ররা এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া একত্রিত হয়ে হযরত খুবায়েবকে কিনেছিল। এরা সেসব লোক যাদের পিতৃপুরুষদের বদরের যুদ্ধে হত্যা করা হয়েছিল। এরা সবাই হযরত খুবায়েব (রা.)-কে কিনে নিয়ে উকবা বিন হারেসের কাছে সোপর্দ করে যে তাকে নিজ ঘরে বন্দি করে রাখে।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় ভাগ, পৃ: ২৩-২৫) (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫১৩)

বুখারী শরীফে রজীর ঘটনা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) দশ ব্যক্তির

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ । (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

সমন্বয়ে গঠিত একটি দল পরিস্থিতির খবরাখবর সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন। আসেম বিন উমর বিন খাত্তাবের নানা আসেম বিন সাবেত আনসারীকে তাদের আমীর নিযুক্ত করেন। তাঁরা চলে যান এবং উসফান এবং মক্কার মধ্যবর্তী এলাকা বাহ্‌দা নামক স্থানে এসে পৌঁছালে জনৈক ব্যক্তি হুযায়েল গোত্রের একটি অংশ লেহইয়ানকে তাদের সম্বন্ধে জানিয়ে দেয়। এই খবর শোনা মাত্রই বনু লেহইয়ানের প্রায় দু'শ ব্যক্তি বেরিয়ে আসে যাদের সবাই তিরন্দাজ ছিল এবং পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাদের পিছু নেয়। অবশেষে তারা সেই স্থান দেখে ফেলে বা সেখানে পৌঁছে যায় যেখানে তারা খেজুর খেয়েছিলেন। অর্থাৎ সেই দশ ব্যক্তি যেখানে যাত্রাবিরতি দিয়েছিলেন এবং খেজুর খেয়েছিলেন যা মদিনা থেকে পাথেয় হিসেবে তারা নিয়ে এসেছিলেন বা সফরের জন্য খাবার হিসেবে নিয়ে এসেছিলেন আর সেখানে বসে তারা সেই খেজুর খেয়েছিলেন এবং সেখানেই খেজুরের আঁটি ফেলে গিয়েছিলেন। তারা সেগুলো দেখে বলে, এগুলো ইয়াসরেব তথা মদিনার খেজুর। অতঃপর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তারা তাদের পিছু নেয়।

যখন আসেম এবং তার সঙ্গীরা তাদের আসতে দেখেন তখন তারা একটি টিলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তারা তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং তাদের বলে যে, নীচে নেমে আসো এবং আত্মসমর্পণ কর। আমরা তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করছি যে, আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করব না। সেই দলের আমীর আসেম বিন সাবেত বলেন, নিশ্চয় আমি যদি আত্মসমর্পণ করি তাহলে আমাকে কাফিরদের প্রদত্ত নিরাপত্তায় টিলা থেকে নামতে হবে আর আমি কাফিরদের প্রদত্ত নিরাপত্তায় টিলা থেকে নামব না। অতঃপর তিনি দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্‌!তুমি তোমার নবীকে আমাদের বিষয়ে অবগত কর। তারা তখন তাদের উপর তির বর্ষণ করে এবং আসেমকে সাতজন সহ হত্যা করে। এই দৃশ্য দেখে তিনজন ব্যক্তি কাফিরদের শর্তে রাজি হয়ে, তাদের কথায় বিশ্বাস করে তাদের কাছে নীচে নেমে আসে। তাদের মধ্যে ছিলেন খুবায়েব আনসারি, ইবনে দাসেনা এবং অপর এক ব্যক্তি। তারা যখন নিচে নেমে আসেন তখন কাফিররা তাদেরকে বন্দি করে, তারা তাদের তিরের রশি খুলে এবং তাদেরকে বেঁধে ফেলে। তখন তৃতীয় ব্যক্তি বলে উঠে যে, এটি হলো তোমাদের প্রথম প্রতারণা, খোদার কসম! আমি তোমাদের সাথে যাব না। যারা শহীদ হয়েছেন তাদের মাঝে আমার জন্য এটি এক প্রশান্তিদায়ক দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমি এখানেই আছি, শহীদ করতে চাইলে কর। তারা তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু তাতে রাজি হন নি। পরিশেষে তারা তাকে হত্যা করে আর খুবায়েব এবং ইবনে দাসেনাকে বন্দি করে নিয়ে যায় এবং মক্কায় তাদেরকে বিক্রি করে দেয়। এটি হচ্ছে বদরের যুদ্ধের পরের ঘটনা। হযরত খুবায়েবকে বনু হারেস বিন আমের বিন নওফেল বিন আবদে মানাফ ক্রয় করে। খুবায়েবই হারেস বিন আমেরকে বদরের দিন হত্যা করেছিলেন। খুবায়েব তাদের কাছে বন্দি ছিলেন।

ইবনে শিহাব বলতেন যে, উবায়দুল্লাহ্‌ বিন আইয়ায আমাকে বলেন, হারেসের মেয়ে তার কাছে উল্লেখ করেন যে, যখন তারা তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে অর্থাৎ যারা তাকে ক্রয় করে বন্দি বানিয়েছে তারা এই বিষয়ে একমত হয় যে, এখন তাকে হত্যা করা হবে, শহীদ করা হবে, তখন সেই বন্দি অবস্থাতেই খুবায়েব একদিন তাদের কাছে ব্যবহারের জন্য একটি ক্ষুর চান। এটি খুব বিখ্যাত ঘটনা, যা বর্ণনা করা হয়। অতএব সে ক্ষুর দিয়ে দেয়। হারিসের মেয়ে বলেন, তখন আমার অজান্তে আমার এক বাচ্চা খুবায়েবের কাছে যায় এবং সে তাকে কোলে তুলে নেয়। তিনি বলেন, আমি খুবায়েবকে দেখলাম যে, তিনি বাচ্চাকে তার রানের উপর বসিয়েছেন আর তার হাতে ক্ষুর রয়েছে। এটি দেখে আমি এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি যে, খুবায়েব আমার চেহারা দেখে তা বুঝে যান এবং বলেন, তুমি কি এই ভয় পাচ্ছ যে, আমি একে হত্যা করব, আমি এমন কাজ করার মতো লোক নই। হারেসের মেয়ে বলতেন, খোদার কসম! আমি কখনো খুবায়েবের চেয়ে উত্তম বন্দি দেখিনি। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি একদিন তার হাতে আঙুরের থোকা দেখেছি যা থেকে তিনি খাচ্ছিলেন, অথচ তিনি তখন শিকলাবদ্ধ ছিলেন এবং মক্কাতে তখন কোন ফলও ছিলনা। সে বলতো, এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রিযিক ছিল যা তিনি খুবায়েবকে দান করেছিলেন। যখন তাদেরকে হেরেমের বাইরে নিয়ে যায়, অর্থাৎ এরূপ জায়গায় হত্যা করবে যা হেরেমের অন্তর্ভুক্ত নয়, তখন খুবায়েব তাদের বলেন, আমাকে দুই রাকাত নামায পড়ার অনুমতি দাও। তারা তাকে অনুমতি দেয় আর তিনি দু'রাকাত নামায পড়েন এবং বলেন, যদি আমার এ ধারণা না হতো যে, তোমরা ভাববে আমি এখন যে অবস্থায় নামাযে রয়েছি তা মৃত্যুর ভয়ে, তাহলে আমি অবশ্যই আরো দীর্ঘ নামায পড়তাম। অতঃপর তিনি আপন খোদার সমীপে এই দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস কর। তাকে যখন শহীদ করা হচ্ছিল তখন তিনি এই দোয়াও করেছিলেন যে, হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস কর। এরপর হযরত খুবায়েব এই পংক্তি পড়েন,

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ... عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِي

وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلٰهِ وَإِنْ يَّشَأْ ... يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

*(ওয়া লাসতু উবালী হীনা উক্‌তালু মুসলিমা *
আলা আইয়্যে শিক্কিন কানা লিল্লাহি মাসরাঈ
ওয়া যালিকা ফী যাতিল ইলাহি ওয়া ইন ইয়্যাশা' *
ইউবারিক আলা আওসালি শিলবিন ওয়া মুমায্‌যাঈ)*

অর্থাৎ, আমি যেহেতু মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করছি তাই আমার কোন পরোয়া নেই যে, আল্লাহ্‌র খাতিরে কোন পার্শ্বে পতিত হব। আমার এই পতিত হওয়া আল্লাহ্‌রই জন্য আর তিনি ইচ্ছা করলে টুকরো করা শরীরের প্রতিটি সন্ধিস্থলে বরকত দান করতে পারেন।

বুখারীর ব্যাখ্যাকারী বা ভাষ্যকার আল্লামা হাজর আসকালানী রজী-র যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেন যে, হযরত খুবায়েব শাহাদতের সময় এই দোয়া করেন যে, আল্লাহুম্মা আহ্‌সেহিম আদাদা। অর্থাৎ হে আল্লাহ! এইশত্রুদের সংখ্যা গণনা করে রাখ। আমার এই শত্রুদের গণনা করে রাখ যেন তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পার। অপর এক রেওয়াতে এই শব্দসমূহ অতিরিক্ত আছে যে, **'ওয়াক্‌তুলহুম বাদাদান ওয়ালা তুবকি মিনহুম আহাদা।'** অর্থাৎ তাদেরকে বেঁছে বেঁছে হত্যা কর আর তাদের মাঝ থেকে কোন একজনকেও অবশিষ্ট রেখ না।

(বুখারী কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৩০৪৫)(ফতহুল বারি শারাহ বুখারী লিল ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৮৮)

যাহোক হযরত খুবায়েব বিন আদী নফল আদায় শেষ করলে হারেসের ছেলে উকবা সেখানে গিয়ে খুবায়েব (রা.)-কে হত্যার মাধ্যমে শহীদ করে। বুখারীর অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত খুবায়েবকে আবু সারাআ হত্যা করেছিল। এভাবে বেঁধে হত্যা করা হয়েছে এমন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দুই রাকাত নফল নামায আদায় করার সুন্নত হযরত খুবায়েব (রা.)-ই প্রবর্তন করেছিলেন। আসেম বিন সাবেতের শাহাদতের দিনের দোয়া আল্লাহ্‌ তা'লা কবুল করেছিলেন আর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের এই সংবাদ জানান। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি দোয়া করেছিলেন যেন আল্লাহ্‌ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছে দেন। তিনি সেই দলের দলনেতা ছিলেন, আর হযরত খুবায়েবও আসেম বিন সাবেতের সাথে সেই দলের সদস্য ছিলেন। মহানবী (সা.) তাদের সাথে যা ঘটেছে এবং তারা যে কষ্ট পেয়েছিলেন স্বীয় সাহাবীদের সে সম্পর্কে অবহিত করেন। যখন কাফির কুরাইশদের কতিপয় লোক অবহিত করে যে, আসেমকে হত্যা করা হয়েছে, তখন তারা আসেমের দিকে কতিপয় ব্যক্তিকে প্রেরণ করে যেন তারা তার মরদেহ থেকে এমন একটা অংশ নিয়ে আসে যার মাধ্যমে তাকে সনাক্ত করা যায়। বদরের যুদ্ধের দিন হযরত আসেম কুরাইশদের বড় নেতাদের একজনকে হত্যা করেছিলেন।আল্লাহ্‌ তা'লা এমন ব্যবস্থা করেন যে, হযরত আসেমের মরদেহের উপর এক ঝাঁক মৌমাছি প্রেরণ করেন যা আবরণের ন্যায় মরদেহকে ঢেকে রাখে, যার ফলে কুরাইশদের প্রেরিত লোকেরা তার মরদেহের কোন ক্ষতি করতে পারেনি এবং তাদের কাছ থেকে রক্ষা করেন আর তারা কোন অঙ্গ কর্তন করতে পারে নি।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪০৮৬-৪০৮৭)

যখন হযরত খুবায়েব-কে শহীদ করা হয় বা শহীদ করা হচ্ছিল তখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে এই দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্‌, আমার কাছে এমন কোন মাধ্যম নেই যার মাধ্যমে তোমার রসূল (সা.)-এর কাছে আমার সালাম

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা মোমেনদের জন্য একান্ত জরুরী।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৪শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

পৌঁছাতে পারি। অতএব তুমিই আমার পক্ষ থেকে মহানবী (সা.) এর কাছে আমার সালাম পৌঁছে দাও। যখন হযরত খুবায়েবকে হত্যা করার জন্য মঞ্চে উঠানো হয় তখন পুনরায় দোয়া করেন। তিনি বলেন, এক gkwiK hLb GB †`vqv ï‡b †h, **‘আল্লাহুম্মা আহ্‌সেহিম আদাদান ওয়াকতুলহুম বাদাদা’** অর্থাৎ হে আল্লাহ, তুমি কাফিরদের সংখ্যা গণনা করে রাখ আর তাদেরকে বেছে বেছে হত্যা কর, তখন সে ভয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ে। তিনি বলেন, এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই মাটিতে শুয়ে পড়া সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে হযরত খুবায়েবের হত্যায় অংশগ্রহণকারী আর কেউই জীবিত থাকে নি, সবাই ধ্বংস হয়ে যায়। হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান বর্ণনা করেন যে, আমি আমার পিতার সাথে এই ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলাম। আমার পিতা যখন হযরত খুবায়েবের দোয়া শুনলেন তখন তিনি আমাকে মাটিতে শুইয়ে দিতে লাগলেন। উরওয়া বর্ণনা করেন যে, আরো কিছু লোকও থেকে থাকবে। যাহোক একটি ছিল প্রথম বর্ণনা। আর দ্বিতীয় আরেকটি বর্ণনা রয়েছে তার। পৌত্তলিকদের মধ্যে যারা এ ঘটনায় উপস্থিত ছিল তাদের মাঝে আবু ইহাব, আখনাস বিন শুরায়েক, উবায়দা বিন হাকিম এবং উমাইয়্যা বিন উতবা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি এটিও বর্ণনা করেন যে, জিবরাঈল মহানবী (সা.) এর সমীপে আসেন আর তাঁকে (সা.)কে এ ঘটনার সংবাদ প্রদান করেন, যারপর তিনি (সা.) নিজ সাহাবীদেরকে অবহিত করেন। সাহাবীরা বলেন, সে দিন মহানবী (সা.) বসেছিলেন,অর্থাৎ বৈঠক চলছিল; তিনি (সা.) বলেন, **‘ওয়া আলাইকুম আস্‌সালাম ইয়া খুবায়েব’**!অর্থাৎ হে খুবায়েব! তোমার ওপর আল্লাহর শান্তি বর্ষিত হোক। তিনি (সা.) এটিও বলেন যে, কুরাইশরা তাকে হত্যা করেছে।

(ফতহুল বারী, শারাহা বুখারী লিল ইমাম ইবনে হাজর আসকালানী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৮৮, প্রকাশক-কাদীমি কুতুব খানা, আরাম বাগ করাচি, হাদীস-৪০৮৬)

অতএব,আল্লাহতা'লা সালাম পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেন। সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যায় এটি লেখা রয়েছে।

হযরত খুবায়েবকে যখন শহীদ করা হয় তখন মুশরিকরা তার চেহারা কিবলার পরিবর্তে অন্য দিকে ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু সেই মুশরিকরা যখন কিছুক্ষণ পর হযরত খুবায়েবের চেহারা পুনরায় দেখে তখন তা ক্বিবলামুখী ছিল। তারা বারবার হযরত খুবায়েবের চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়, কিন্তু এতে সফল হতে পারেনি। অবশেষে মুশরিকরা তাকে এ অবস্থায়ই ছেড়ে দেয়।

(আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ২২৭)

অপর এক রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে যে, কুরাইশরা খুবায়েবকে একটি গাছের শাখার সাথে ঝুলিয়ে দেয় এবং এরপর বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। এ দলে সাঈদ বিন আমের নামের এক ব্যক্তিও ছিল যে পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে যায়। হযরত উমরের খিলাফতকাল পর্যন্ত তার এ অবস্থা ছিল যে, যখনই খুবায়েবের ঘটনা তার মনে পড়ত সে মূর্ছা যেতো, সে অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল আর পরবর্তীতে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৫১৫-৫১৬ থেকে উদ্ধৃত)

তার আরো কিছু ঘটনা এবং উদ্ধৃতি রয়েছে; এগুলো পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে। এখন আমি প্রথমত এই ঘোষণা করতে চাই যে, তারীখে আহমদীয়াত (আহমদীয়াতের ইতিহাস) বিভাগ তাদের নিজেদের একটি ওয়েব সাইট চালু করেছে। এটি উর্দু ও ইংরেজি দুই ভাষার সমন্বয়ে, যাতে আহমদীয়াতের ইতিহাস ও জীবনচরিত সম্পর্কে জামা'তের প্রকাশিত পুস্তকাদি আপলোড করা হচ্ছে, যেমন- হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), আহমদীয়াতের খলীফাগণ, আসহাবে আহমদ, আহমদীয়াতের শহীদগণ, কাদিয়ানের দরবেশগণ, জামা'তের মুবাল্লিগগণ ও জামা'তের অন্যান্য বুযুর্গদের জীবনী সম্পর্কিত পুস্তকাদি, সন্দর্ভ, প্রবন্ধ, স্মরণীয় বিভিন্ন ছবি, তারীখে আহমদীয়াতের যতগুলো খণ্ড এখন পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে সেসব খণ্ড, অঙ্গসংগঠন, বিভিন্ন দেশ ও শহরের জামা'তী ইতিহাস, জামা'তের বুযুর্গদের বিভিন্ন লেখনী, কতিপয় পবিত্র তাবররুকের ছবি, পত্রিকা এবং সাময়ীকির মূল্যবান ও দুর্লভ কাটিং ইত্যাদি রয়েছে। গবেষণামূলক ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ আপলোড করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ জামা'তী অনুষ্ঠান ও জামা'তী ভবন, যেমন: মসজিদ ও মিশন হাউস, কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ডিসপেনসারি, গেস্ট হাউস ইত্যাদির ছবি ও যতদূর সম্ভব সেগুলোর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ইউটিউবের একটি ভিডিও চ্যানেলের মাধ্যমে এম.টি.এর কিছু দুর্লভ ডকুমেন্টারি ইত্যাদিও দেওয়া হয়েছে। এই ওয়েব সাইটে জামা'তে আহমদীয়ার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যেসব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা রয়েছে সেগুলোর উপর টাইমলাইনও দেওয়া হচ্ছে। আমি জুমআর পর ইনশাআল্লাহ্ এই ওয়েব সাইটটি উদ্বোধন করবো।

দ্বিতীয়ত একটি দুঃখজনক সংবাদ রয়েছে। আমাদের প্রবীণ মুবাল্লিগ সফীউর রহমান খুরশীদ সাহেব পিতা হাকীম ফযলুর রহমান সাহেব, যিনি আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানেও মুবাল্লেগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন, পরবর্তীতে নুসরাত আর্ট প্রেসের ম্যানাজার ছিলেন, তিনি গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ৭৫ বছর বয়সে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ‘ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।’। এখন (নামাযের পর) আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াবো।

তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত মৌলভী কুদরত উল্লাহ সানৌরী সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। তার পিতাও অর্থাৎ সফীউর রহমান খুরশীদ সাহেবের পিতাও ওয়াকফে যিন্দেগী ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)'র নির্দেশে তিনি সিন্ধু প্রদেশে জামাতের কৃষিভূমিতে দায়িত্ব পালন করেন। সফীউর রহমান সাহেবের প্রাথমিক শিক্ষা লাভ হয় রাবওয়াতে। এরপর তার ‘মা’ একটি স্বপ্ন দেখেন, যার ভিত্তিতে তিনি ১৯৬১ সনে রাবওয়ার জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হন এবং ১৯৭০ সনে শাহেদ ডিগ্রী লাভ করেন। তার দু'জন স্ত্রী ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর ঘরে তার এক কন্যা রয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ থেকে কোন সন্তানাদি নেই। সফীউর রহমান সাহেবের মেয়ে রওশন আরা, জামীল আহমদ সাহেবের স্ত্রী, তিনি এখানেই (লণ্ডনে) বসবাস করেন। জামেয়া পাশ করার পর সফীউর রহমান সাহেব কিছুকাল রাবওয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রীয় অফিসে কাজ করেন, এরপর চকওয়ালে মুরব্বী হিসেবে পদায়িত ছিলেন। আর সেখানে তিনি এক বছর পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত হাকীম আব্দুল্লাহ্ সাহেবের সাথে থেকে কাজ করার তৌফিক লাভ করেন।

১৯৭২ সনে তাকে সিয়েরালিওন প্রেরণ করা হয়। তিনি বলেন, আফ্রিকার উদ্দেশ্যে যাত্রার সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) এই নির্দেশনা প্রদান করেন যে, আফ্রিকানদের ভালোবাসবে। তিনি বলেন, এই উপদেশকে আমি আমার মনমস্তিষ্কে গেঁথে নিই। এরপর তিনি খোদা তা'লার সাহায্য সম্পর্কিত একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। একবার সিয়েরালিওন এর দুর্গম এলাকায় দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে এবং নৌকায় পাড়ি দিয়ে সন্ধ্যায় একটি জনবসতিতে পৌঁছাই আর একজন বয়োবৃদ্ধ আফ্রিকান আহমদীও তার সাথে ছিলেন। সেখানে যখন পৌঁছি তখন গ্রামের চীফ বা প্রধান সেখানে উপস্থিত ছিল না। তাই তাদের যে রীতি-রেওয়াজ রয়েছে, সে মোতাবেক চীফ ইমামের কাছে যাই। চীফ ইমাম আমাদের কথা শুনতে অস্বীকার করে আর গ্রাম থেকে (আমাদের) বের করে দেয়। রাত ঘনিয়ে আসছিল, কোন নিরাপদ আশ্রয় ছিল না (তাই) ফিরতি পথ ধরেন। গ্রামের কিছু দূর যেতেই বনাঞ্চল আরম্ভ হয়ে যেত আর সেটি এমন এলাকা ছিল যেখানে সমুদ্র অথবা নদীর স্রোত বা ঢেউয়ের পানিও এসে যেত। তিনি বলেন, আমরা হাঁটছিলাম আর অনেক উদ্বিগ্ন ছিলাম। এমতাবস্থায় একপাশ থেকে এক ব্যক্তি ডাক দেয়, যে উঁচু স্থানে বসেছিল, এরপর সে আমাদেরকে তার কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় প্রদান করে। কিছুক্ষণ পর আরো কয়েকজনের ডাক শুনতে পাই, মানুষ আমাদেরকে ডাকছিল আর কাছে আসার পর বলে যে, চীফ ইমাম তোমাদের ফেরত ডেকে পাঠিয়েছে। সে তোমাদের বের করেছে, তোমাদের যাওয়ার পর থেকেই তার প্রচণ্ড মাথাব্যাথা আরম্ভ হয়ে যায়। তখন সে বলে, (তাদেরকে) ডেকে নিয়ে আসো, সম্ভবত তাদের (বের করে দেওয়ার) কারণেই মাথা ব্যাথা হচ্ছে। যাহোক, তারা ফিরে যান, সে (অর্থাৎ চীফ ইমাম) পুরো গ্রামবাসীকে সমবেত করে, তিনি বলেন যে, আমরা রাতে সেখানে তবলীগ করি আর দশ-বারোজন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। চীফ ইমামের মাথা ব্যাথা দূর হওয়ার জন্য আমরা

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Jamat Ahmadiyya Bilaspur (Chhattisgarh)

সূরা ফাতিহার 'দম' করি এবং আল্লাহ্‌র কৃপায় সেও আরোগ্য লাভ করে। আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাদের থাকার ব্যবস্থাও করে দেন; কেবল এটিই নয় বরং কয়েকটি বয়আতও দান করেন।

তিনি সিয়েরালিওনে প্রিন্টিং প্রেস চালু করারও সুযোগ লাভ করেছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌সালেস (রাহে.) সেখানে বিশেষ মেশিন প্রেরণ করেন, যা সে যুগে সেখানে স্থাপন করা হয়। প্রথমে সেখানে প্রেস সফল হচ্ছিল না, যাহোক তিনি অত্যন্ত সফলতার সাথে এটিকে পরিচালনা করেন আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস এই প্রেসের কারণে তার অনেক প্রশংসাও করতেন। এরপর নাইজেরিয়া-য় তার নিযুক্তি হয়। সেখানেও তিনি জামা'তের প্রেস চালু করেন এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে তা পরিচালনা করেন;বরং সেদিনগুলোতে একটি দুর্ঘটনাও ঘটে। কাজ করার সময় প্রেসের মেশিনে পড়ে তার একটি আঙুল কেটে যায়। প্রচুর চিকিৎসা করান কিন্তু তা ভালো হচ্ছিল না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)সেই দিনগুলোতে সম্ভবত লন্ডনে ছিলেন। তিনি যখন জানতে পারেন, তিনি তাকে বলেন যে, লন্ডনে এসে চিকিৎসা করাও। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এরপর তা ভালো হয়ে যায়। অতঃপর 'রাকীম প্রেস' যা এখানে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ছিল, সেসময় তিনি এখানে ছিলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)তাকে বলেন, তুমি এখানেও প্রেস স্থাপনের চেষ্টা কর। আর এর জন্য যে কমিটি গঠন করা হয় তাতে মুস্তফা সাবেত সাহেব এবং মুবারক সাকী সাহেবও ছিলেন, তাদের সাথে তিনি তাকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর এখানেও তখন থেকে প্রেস চালু আছে।

আফ্রিকার সিয়েরালিওন এবং নাইজেরিয়ায় তিনি প্রায় ১৭ বছর সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এরপর ১৯৮৮ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)আফ্রিকা সফরের সময় তাকে বলেন যে, ক্যামেরুন যাও, সেখানে জামা'তের সূচনা কর। বহু কষ্টে তিনি ভিসা পান। তিনি সেখানে যান এবং এক মাস ক্যামেরুনে অবস্থান করেন। সেখানে তবলীগের সুযোগও লাভ হয়। রেডিওতে তার সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়। আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই সফরের সময় একটি পরিবার বয়আত করার সৌভাগ্যও লাভ করে। ১৯৮৮ সনে তিনি পাকিস্তানে ফিরে আসেন। এরপর লাহোরে মুরব্বী হিসেবে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। এখানেও বিভিন্ন উপলক্ষ্যে জলসায় আসতেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী দপ্তরে বিভিন্নভাবে সেবা করেছেন। ১৯৯১ সন থেকে নুসরত আর্ট প্রেসের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ লাভ করেন। কিছুকাল থেকে স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার কারণে অসুস্থ ছিলেন। তাই অবসর গ্রহণ করেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি কৃপা এবং মাগফিরাত করুন। তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার এক কন্যা রয়েছে, তাকেও আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্য ও মনোবল দান করুন এবং তার স্ত্রীকেও ধৈর্য ও মনোবল দিন। (আমীন)

****

জলসা সালানা কাদিয়ান প্রসঙ্গে জরুরী ঘোষণা

২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য কাদিয়ানের সালানা জলসার বিষয়ে বদর পত্রিকায় ঘোষণা হয়ে এসেছে যে এটি ১২৫তম জলসা। এই ঐতিহাসিক জলসার প্রেক্ষিতে হুযুর আনোয়ার (আই.) কিছু বিশেষ অনুষ্ঠানের মঞ্জুরী প্রদান করেছেন, যেগুলি সম্পর্কে জামাতগুলিকে বিজ্ঞপ্তি আকারে সংবাদ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

এরই মাঝে 'তারিখে আহমদীয়াত কাদিয়ান' (ইতিহাস বিভাগ)-এর তদন্ত ও পর্যালোচনার আলোকে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে এই তথ্য উপস্থাপন করা হয় যে-

২০১৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য জলসা ১২৫তম সালানা জলসা নয়, বরং ১২৬তম সালানা জলসা।

হুযুর আনোয়ার (আই.) এর মঞ্জুরী প্রদান করেন এবং অনুষ্ঠানগুলিও অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। পাঠকবর্গকে এবিষয়ে অবহিত করা হল।

(ভারপ্রাপ্ত নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মরকাযিয়া)

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামনা-বাসনার শির্‌ক এড়িয়ে চলারও প্রয়োজন আছে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Alam, Amir Jalpaiguri District**

আমাদের ও অন্যান্য মুসলমানদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। আমাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী রসূল করীম (সা.) শেষ শরীয়তধারী নবী। কিন্তু তাঁর পর বুরুযী বা ছায়া-নবী আসতে পারে। অন্যান্য মুসলমানদের মতে রসুল করীম (সা.)-যেহেতু খাতামান্নাবীঈন, তাই ছায়া-নবী হোক বা শরীয়তধারী নবী হোক, তাঁর পরে আর কোনও নবী আসতে পারে না।

এরপর ভয়েস অফ আমেরিকা (বাংলা সার্ভিস)-এর সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, বর্তমানে সমগ্র বিশ্বেই মুসলমানদের উপর নির্যাতন হচ্ছে। ফিলিস্তীন, আফ্রিকায় নির্যাতন চলছে এবং সম্প্রতি মায়ানমারের মুসলমানদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মুসলমান মায়ানমার ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। তারা বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে, যেখানে বিভিন্ন শিবিরে নিকৃষ্টতম জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছে। এর সমাধান কি? জামাত আহমদীয়া এ বিষয়টি নিয়ে কি চিন্তা করছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, কেবল মুসলমানদের উপরই অত্যাচার হচ্ছে না, অনুন্নত দেশগুলিতে বিশেষ করে আফ্রিকার মানুষ অনেক বেশি বিপদের সম্মুখীন। যতদূর রোহিঙ্গা মুসলমানদের সম্পর্ক, তাদের উপর সরকারের পক্ষ থেকে বা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জনকারীদের পক্ষ থেকে সত্যিই অভাবনীয় নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আমরা সেই সব নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছি আর তাদের তীব্র নিন্দা করছি। আমাদের চ্যারিটি অর্গানাইযেশন-এর মাধ্যমে তাদেরকে বাংলাদেশের ক্যাম্পগুলিতে যথাসম্ভব সহায়তা পৌঁছে দিচ্ছি। আমরা ঐ সমস্ত মানুষ, সরকার এবং দেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছি যারা কোনও না কোনও ভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে।

এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, একটি পরিপূর্ণ ইসলামি সমাজের স্বরূপ কেমন, ইসলামি পরিবার কেমন হয়ে থাকে? ইসলামি সমাজ বা পরিবারে বর্তমান যুগের সমস্যাবলীকে কিভাবে সমাধান করা যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ইসলামি সমাজব্যবস্থা কিম্বা শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে রয়েছে। এই ইসলামি শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন সেই সময় হয়, যখন আঁ হযরত (সা.) মদিনা হিজরত করেন। সেই সময় মদিনায় বসবাসকারী মুসলমান, ইহুদী এবং খৃষ্টানদের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। তারা প্রত্যেকে নিজের নিজের শরিয়ত বিধান অনুযায়ী মদিনায় বসবাস করত, এবং সর্বসম্মতিক্রমে রসুল করীম (সা.)-কে সেই রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। তাই ইসলামি শাসন ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত হল মদিনার রাজশাসন-পত্র। সেই সময় সম্প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে তারা সহাবস্থান করেছে। কিছু ব্যতিক্রম ছিল, যারা এই সন্ধি মেনে চলে নি, আইনের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। এটি ছিল ইসলামি সমাজব্যবস্থার একটি আদর্শ নমুনা। ইমরান খান এই নমুনাই পকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করা কথা বলেন, কিন্তু তিনি এতে সফল হন নি।

যতদূর পরিবারিক ও সাংসারিক জীবনে এর বাস্তব প্রয়োগের সম্পর্ক, এ বিষয়ে ইসলামের শিক্ষা হল, নারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, নারীদেরকে সম্মান দাও। তিনি বলেছেন, জান্নাত রয়েছে মায়ের পায়ের নীচে। এর অর্থ হল, সন্তানের প্রতিপালন ও শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে মায়েদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও ইসলাম তালাকের অনুমতি অবশ্যই দিয়েছে, যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া না হয়, তবে সেক্ষেত্রে তালাকের অনুমতি রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তালাককে অপছন্দনীয় কাজ আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা তালাককে পছন্দ করেন না। পারিবারিক জীবন সম্পর্কে এটিই ইসলামের শিক্ষা। অনুরূপভাবে অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও ইসলাম পূর্ণ পথনির্দেশনা প্রদান করে। যেমন-ব্যবসা-বানিজ্য। এ সম্পর্কে ইসলামের শিক্ষা হল সততার সাথে ব্যবসা কর। একবার রসুল করীম (সা.) বাজারে গিয়ে গমের স্তুপে হাত দিয়ে বুঝতে পারলেন, স্তুপের নীচের ও উপরের স্তরের গমের গুণগত মান ভিন্ন ভিন্ন। তিনি বললেন, তুমি মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছ, এটি কোনওভাবেই অনুমোদনযোগ্য নয়। এরজন্য তোমার শাস্তি হবে। কাজেই, ইসলাম সব দিক থেকে মানুষের পথনির্দেশনা করেছে। অতএব ইসলামী শিক্ষার উপর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমল করা হলে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে পারে। (ক্রমশ:....)

যুগ খলীফার বাণী

প্রকৃত সফলতা লাভ এবং জীবনের স্বার্থকতা পূরণের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্য করা জরুরী।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে মে, ২০১৯)

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

কতগুলি বয়আতের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন? এই যে ২৪জন নওমোবাঈয়াত রয়েছেন, এঁরা কি লাজনাদের মাধ্যমে আহমদী হয়েছেন?

সেক্রেটারী তবলীগ বলেন, আমাদের লক্ষ্য হল ৫০-৬০জনকে এবছর আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত করা। আর এই ২৪জন নতুন বয়আতকারীনি লাজনাদের মাধ্যমে আহমদী হয়েছেন। অন্যান্য অঙ্গ সংগঠন বা জামাতের পক্ষ থেকে হওয়া বয়আতগুলির তথ্য আমাদের কাছেও থাকা উচিত। আমি এ বিষয়ে তরবীয়ত সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনা করেছি। একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি এমন সময় পরিকল্পনা তৈরী করছেন, যখন বছর কিনা প্রায় শেষের দিকে। এখন তো আগামী নির্বাচন পর্ব শুরু হতে চলেছে। এরপর নতুন আমেলা কমিটি গঠন হবে। তাই আপনি এবিষয়টি লিখে রাখুন। আপনার স্থানে যদি অন্য কেউ তবলীগ সেক্রেটারী নির্বাচিত হয়ে আসেন, তবে তাঁকে এবিষয়টি সুপারিশ করবেন।

এরপর খিদমতে খালক সেক্রেটরী সাহেবা নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আফ্রিকায় একটি আদর্শ গ্রাম নির্মাণ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এর জন্য ৭৫ হাজার মার্কিন ডলার বরাদ্দ হয়েছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, খুব ভাল কথা। আমি আনসারদেরকেও লাজনাদের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলাম, লাজনারা যদি আদর্শ গ্রাম তৈরীর জন্য ব্যায়ভার বহন করতে সক্ষম হয়, তবে আনসাররাও কোনও বৃহত প্রকল্পের ব্যায়ভার বহন করুক। তাই আমি আপনাদেরকে বলছি, এ বিষয়ে আপনাদের স্বামীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন।

সেক্রেটারী খিদমতে খালক বিস্তারিত রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, আমরা ঈদের সময় ছোটদেরকে উপহার সামগ্রী দেওয়ার জন্য চল্লিশ হাজার ডলার দিয়েছি। এছাড়াও আটজন লাজনাকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা নিজেদের পড়াশোনা শেষ করতে পারে। হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, 'চ্যারিটি ওয়াকস' এবং মিনা বাজার-এর মাধ্যমেও ১৩ হাজার ডলারেরও বেশি অর্থ হিউম্যানি ফার্স্ট সংগঠনকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অনেক লাজনা সরাসরিও হিউম্যানিটি ফার্স্টকে দান করে থাকেন।

এরপর নাসেরাত সেক্রেটারী সাহেবা নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে মোট নাসেরাতের সংখ্যা ১০১৫ জন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার মনে হচ্ছে এই সংখ্যাটি সঠিক নয়। নাসেরাতদের সংখ্যা ১০১৫-এর থেকে বেশি হওয়া উচিত। সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, হুযুরের কথা সঠিক, কেননা, অনেক নতুন পরিবার এখানে এসেছে, কিন্তু এখনও তাদের সঠিক সংখ্যা জানা যায় নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তাজনীদ সেক্রেটারীর উচিত প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাজনীদ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা। তজনীদ-এর কাজ তৃণমূল স্তরে হওয়া বিধেয়। মেয়েরা তো অন্যান্য মেয়েদের বাড়ির ভিতরেও প্রবেশ করতে পারে, পুরুষরা যা পারে না। তাই লাজনাদের কাছে তাজনীদ সংক্রান্ত আরও বেশি তথ্য থাকা কাম্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন,আমাকে হিউস্টনে বলা হয়েছিল যে, লোকেরা যখন আমার আসার কথা জানতে পারে, তখন তারা সাক্ষাতের জন্য অসংখ্য আবেদন জমা দিয়েছিল, কিন্তু সে বিষয়ে জামাত অবগতই ছিল না। এইভাবে অনেক পরিবার ছিল, যাদের সঙ্গে জামাতের সম্পর্ক তৈরী হল। তাই লাজনারা ভালভাবে তাজনীদের বিভাগে সহায়ক হতে পারে।

আমার অনুমান, আপনারা 'হলোউন' বা এই ধরণের অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে নাসেরাতদের বোঝানোর কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করেন নি। ওয়াকফাতে নওদের ক্লাসে অনেক মেয়ে এবিষয়ে জানত না, তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল। আসল কথা হল, তৃণমূল স্তর পর্যন্ত কাজ হচ্ছে না।

এরপর পর সহায়িকা সদর সাহেবা বলেন, তাঁর দায়িত্ব হল 'মিডিয়া ওয়াচ'। তারা লাজনাদেরকে পত্র-পত্রিকায় চিঠি লেখা এবং পাঠকদের মতামত জানানোর জন্য চিঠি লেখার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, এখনও পর্যন্ত কতজন লাজনা চিঠি বা ওপেডস লিখে পাঠিয়েছেন? এর উত্তরে সহায়িকা সদর সাহেবা বলেন, গত বছর ৫৮জন লাজনা মোট ১০৯টি চিঠি এবং প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এই বিষয়ে আরও উন্নতির চেষ্টা করছি। এখন আমরা মাসিক প্রচার শিবিরের আয়োজন আরম্ভ করেছি। যেমন-নভেম্বর মাসে থ্যাংকস গিভিং-এর প্যারেড রয়েছে। এবিষয়ে ইসলামে থ্যাংকস গিভিং-এর অবধারণা সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখার আহ্বান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে বিভিন্ন সাম্প্রতিক ঘটনা ও সমস্যাবলীর আলোকে প্রবন্ধ রচনার প্রতিও আহ্বান জানানো হয়।

ইশায়আত সেক্রেটারী নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, আমাদের ত্রৈমাসিক পত্রিকার ডিজিটাল কপি প্রত্যেক লাজনার কাছে পৌছায়। এটিকে রেকর্ডে রাখার জন্য কিছু সংখ্যক ছাপানোও হয়ে থাকে।

এরপর সেক্রেটারী সেহত ও জিসমানী নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, বর্তমানে ২৫ শতাংশ লাজনা শরীরচর্চা করে থাকেন। এখন আমরা জামাতীয় অনুষ্ঠান এবং বৈঠকাদিতে শরীরচর্চার উপর জোর দেওয়া আরম্ভ করেছি।

এরপর তাজনীদ সেক্রেটারীকে হুযুর আনোয়ার প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তিনি তাজনীদের বিষয়ে সন্তুষ্ট নন। কিন্তু এখন তিনি স্থানীয় তাজনীদ সেক্রেটারীদের মাধ্যমে এবিষয়ে চেষ্টা করছেন। কিছু মজলিসের সেক্রেটারী সক্রিয় নন।

হুযুর আনোয়ার সদর লাজনাকে সম্বোধন করে বলেন, তাজনীদ সেক্রেটারী হোক বা অন্য কোনও বিভাগের সেক্রেটারী হোক- তারা যদি সক্রিয় না হয়, নিজেদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, তবে তাদের পরিবর্তে অন্য কোনও সক্রিয় লাজনাকে নিয়ে আসার অধিকার আপনার রয়েছে। কিন্তু আপনার কাছে এ বিষয়ে পূর্ণ তথ্য তো থাকতে হবে। সেক্রেটারী তাজনীদ বলেছেন বর্তমানে লাজনাদের মোট সংখ্যা ৬২৯১জন। কিন্তু বয়স অনুযায়ী শ্রেণীভাগ করা হয় নি।

সহায়িকা সদর (ওয়াফাতে নওদের জন্য) নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, আমাদের মোট ৬১১জন ওয়াকফাতে নও রয়েছে। তাদের মধ্যে ৩১১ জন ১৫ উর্দ্ধ। ২৪১জন আঠারো কিম্বা তদোর্দ্ধ। এদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজেদের ওয়াকফ-এর নবায়ন করেছে। সহায়িকা সাহেবা বলেন, আমরা প্রথমে ওয়াকফে নওয়ের ন্যাশনাল সেক্রেটারীকে রিপোর্ট পাঠিয়ে থাকি, এবং পরে কেন্দ্রে পাঠাই।

এরপর সানাআত ও তিজারত (কারিগরি ও ব্যবসা) সেক্রেটারী নিজের রিপোর্ট পেশ করেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, সম্প্রতি বহু অভিবাসী এসেছে যাদেরকে ভাষাগত ও অন্যান্য জটিলতার কারণে চাকরী পেতে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আপনাকে এ সংক্রান্ত তথ্য একত্রিত করে রাখতে হবে, এবং পরে সেই তথ্যানুসারে তাদের জন্য কোন কর্মসূচি গ্রহণ করুন। তাদেরকে সেলাই, জরির কাজ ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য করা যেতে পারে। তাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যকে বাজারজাত করে কিছু অংশ তাদেরকেও দেওয়া যেতে পারে। হুযুর আনোয়ার বলেন, কতজন লাজনা সদস্যাকে চাকরী সংক্রান্ত বিষয়ে সাহায্য করা হয়েছে, সে তথ্যও আপনার কাছে থাকা উচিত।

সেক্রেটারী উমুরে তালেবাত নিজের বিভাগের রিপোর্ট উপস্থান করলে হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি নতুন বিভাগ। কতজন ছাত্রী হাইস্কুলে পড়ে, কতজন কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে এবং কতজন অন্যান্য পেশার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, এ সংক্রান্ত কোন তথ্য আপনার কাছে আছে কি?

সেক্রেটারী উমুরে তালিবাত বলেন, সম্প্রতি আমরা একটি সমীক্ষা চালিয়েছি। ৩৬৯জন এর উত্তর দিয়েছেন, তথ্য সংগ্রহের কাজ অব্যাহত রয়েছে। সাতটি বিষয়ে আহমদীয়া মুসলিম স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন কাজ করছে। অন্যান্য জামাতগুলিতেও এটি প্রতিষ্ঠিত করার কাজ চলছে। হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, এ.এম.এস.এ নিজের নিজের ইউনিভার্সিটিতে তবলীগ করছে এবং খিদমতে খালকের কাজও করছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, এ.এম.এস.-এর প্রেসিডেন্টদেরকেও এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করুন যেন তারা ইসলামি শিক্ষাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মেনে চলে।

এরপর সেক্রেটারী মাল নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, আমাদের মোট বাজেট ছিল তিন লক্ষ বিরাশি হাজার ডলার। আলহামদোলিল্লাহ, আমরা চার লক্ষ সাতাশ হাজারের বেশি আদায় করেছি, যা প্রস্তাবিত বাজেটের থেকে তেরো শতাংশ বেশি ছিল। হুযুর আনোয়ারের জিজ্ঞাসার উত্তরে সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, আমাদের উপার্জনশীল লাজনাদের সংখ্যা এক হাজারের বেশি। তাদের মোট চাঁদা ছিল দুই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজারের থেকে কিছু বেশি। সদর লাজনা বলেন, আমার মতে এই সংখ্যা কম। মোট সংখ্যা এর থেকে বেশি হবে। হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি স্থানীয় মজলিসের সেক্রেটারীরা সক্রিয় হন, তবে এক্ষেত্রে আপনারা আরও উন্নতি করবেন।

সেক্রেটারী মাল বলেন, ইজতেমার জন্য আদায়কৃত মোট চাঁদার পরিমাণ ৭৪ হাজার ডলার, আর ইজতেমায় মোট ব্যায় হয়েছে ৫৯ হাজার ডলার। আঞ্চলিক ইজতেমাগুলির জন্য আমরা কেবল যিয়াফতের খরচ দিয়ে থাকি। অন্যান্য খরচ আঞ্চলিক জামাতগুলি নিজেরাই বহন করে। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে সদর লাজনা বলেন, সারা দেশে মোট চারটি ইজতেমা হয়, যেগুলিতে মোট উপস্থিতির সংখ্যা ২৩৩৭জন।

সদর লাজনা বলেন, তাদের কি ইজতেমায় আরও খরচ করা উচিত? হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের উপস্থিতির সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে, এছাড়াও ইজতেমায় খরচও বাড়াতে হবে। কিন্তু অপচয় করা উচিত নয়, বরং খরচ করার সময় সাবধানী হতে হবে আর উপস্থিতির সংখ্যা বৃদ্ধি করুন।

তাহরীক জাদীদ সেক্রেটারী রিপোর্ট পেশ করে বলেন, গত বছর আমরা ৫ লক্ষ ৬৯ হাজার ডলারের কিছু বেশি চাঁদা আদায় করেছিলাম, যা বিগত বছরের থেকে ২০ হাজার ডলার বেশি ছিল। আমাদের কোন বাজেট বা লক্ষ্যমাত্রা ছিল না। কিন্তু চেষ্টা ছিল ১০০ শতাংশ লাজনাকে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার অন্তর্ভুক্ত করা । এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সাত হাজারের বেশি ছিল, যার মধ্যে লাজনা, নাসেরাত এবং অনুর্দ্ধ সাতের মেয়েরাও রয়েছে। সেক্রেটারী তাহরীক জাদীদ বলেন, আমরা বাড়িসহ একটি জায়গাও ক্রয় করেছি। সেখানে লাজনা হল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এই সভাগৃহে ৫০০ লাজনার স্থান সংকুলান হতে পারে। তার সঙ্গে থাকবে অফিস এবং কিছু কক্ষ। নির্মাণ কার্যের পরিকল্পনা এবং অনুমোদনের জন্য কাজ শুরু হয়েছে।

ওয়াকফে জাদীদ সেক্রেটারী বলেন, তিনি ওয়াকফে জাদীদ সেক্রেটারী হওয়ার পাশাপাশি সহায়িকা সদর (পাবলিক এফেয়ার্স)-এর দায়িত্বও পালন করছেন। তিনি বলেন, ওয়াকফে জাদীদে অংশগ্রহণকারী মোট লাজনার সংখ্যা ৭৩০০ জন। হুযুর আনোয়ার ২০১২ সালে আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, লাজনাদের লক্ষ্যমাত্রা হবে ২০ শতাংশ নাসেরাতকে চাঁদার অন্তর্ভুক্ত করা।

হুযুর আনোয়ার বলেন, চাঁদার রাশি থেকে এতে অংশগ্রহণকারীদের বিষয়ে আমি বেশি চিন্তিত থাকি। তাই চেষ্টা করুন যাতে সমস্ত নাসেরাত এতে অংশগ্রহণ করে। সেক্রেটারী সাহেবা বলেন, ২০১৭ সালে ওয়াকফে জাদীদের বিষয়ে হুযুর আনোয়ার বলেছিলেন, চাঁদার ক্ষেত্রে কোনও দুর্বলতা নেই, কিন্তু রিপোর্টিং ব্যবস্থায় ত্রুটি আছে। যে কারণে পূর্ণাঙ্গীন রিপোর্ট আসে না। তাই আমরা এবছর নিজেদের রিপোর্টিং ব্যবস্থায় বদল এনেছি। এরফলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যায় আশাতীত বৃদ্ধি হয়েছে। আলহামদোলিল্লাহ।

সহায়িকা সদর (পাবলিক এফেয়ার্স) নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, ২০১৭ সালে আমরা স্থানীয় মজলিসগুলিতে ১১৭টি অনুষ্ঠান করেছি। এছাড়াও ২১জন মহিলা সেনেটর-এর সঙ্গে আমরা সাক্ষাত করেছি। এটি আমাদের জন্য নতুন বিভাগ, তাই এবিষয়ে আমরা আরও উন্নতি করার চেষ্টা করছি। প্রতি বছর ৯/১১ ক্যাম্পেনও করে থাকি। যে সমস্ত মহিলা মেয়র, সেনেটর এবং উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে আমরা বৈঠক করি, তাদের কাছে জামাত আহমদীয়া এবং লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র সংগঠনের পরিচিতি তুলে ধরে থাকি। এর ফিডব্যাকও পাওয়া যায়।

সহায়িকা সদর বলেন, আমরা জাতীয় ‘ডে অন হিল’-অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি। এতে সমস্ত মজলিসগুলি অংশগ্রহণ করা কি আবশ্যক? আমাদের ৭৪টি মজলিস রয়েছে, যার মধ্যে প্রায় ৪৫টি মজলিস এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, সমস্ত মজলিস অংশগ্রহণ করা আবশ্যক নয়। কিন্তু কিছু না কিছুটা প্রতিনিধিত্ব যেন থাকে। প্রতি বছর এতে নতুন মজলিস ও সদস্য যুক্ত করুন। এরফলে তারাও জানতে পারবে যে, আপনারা সেখানে কি করেন? এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয়ভাবে যোগাযোগ করার ফলে তাদেরও উপকার হবে।

এরপর লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র আঞ্চলিক সদরগণ একে একে নিজেদের অঞ্চলের পরিচয় দেন। হুযুর আনোয়ার অঞ্চলের মজলিস ও তাদের সদস্য সংখ্যা জেনে নেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আঞ্চলিক সদরদের নিজ নিজ অঞ্চলের প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা উচিত। তাজনীদের বিষয়েও কাজ হওয়া উচিত।

এরপর সদর সাহেবা বলেন, লাজনা বিভাগের প্রাইভেট সেক্রেটারী আমাদেরকে জার্মানীর লাজনা ইমাউল্লাহ্‌র আমেলা সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকের সারাংশ পাঠিয়েছিলেন। সেখানে হুযুর আনোয়ারের নির্দেশ ছিল, ঋতুমতি মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়ার অনুমতি নেই।

হুযুর আনোয়ার বলেন,এটি আমার নির্দেশ নয়, এটি তো হাদীস।

সদর লাজনা বলেন, অনেক সময় শূরা বা অন্যান্য অনুষ্ঠানের সময় কিছু লাজনা সদস্যা ঋতুমতি হওয়ার কারণে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের এমন অনুষ্ঠানাদির আয়োজন মসজিদে করা উচিত নয়। কিন্তু যদি একান্ত মসজিদেই করতে হয়, তবে সেক্ষেত্রে ঋতুমতি মহিলাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা থেকে অব্যহতি দেওয়াই বিধেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এমনকি ঈদ প্রসঙ্গেও বিশেষভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ঋতুমতি মহিলারা যেন মসজিদে না যায়। অথচ ঈদের নামায ও খুতবা ফরজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ঋতুমতি মহিলারা মসজিদে প্রবেশ করবে না, মসজিদের বাইরে বসে খুতবা শুনবে। তাই মসজিদের হলঘর ছাড়া যদি অন্য কোনও কক্ষ থাকে, তবে সেখানে মহিলাদের বসার ব্যবস্থা করবেন। অনুরূপভাবে নিজেদের মিটিং ও অনুষ্ঠানাদিও সেখানেই করুন।

বৈঠকের শেষে হুযুর আনোয়ার বলেন, নির্বাচনের পর হয়তো দেখা গেল নতুন সদর লাজনা ও আমেলা সদস্যারা নির্বাচিত হয়ে এলেন। তাই আপনাদের উচিত সমস্ত নির্দেশনা ও নিজেদের অভিজ্ঞতাসমূহ পরবর্তী সেক্রেটারীদের কাছে পৌছে দেওয়া। সচরাচর দেখা গেছে, কোনও বিভাগে যা কিছু পরিকল্পনা হয়, তা সবই ড্রয়ারে পড়ে থাকে। তাই নতুন বা ভাবী সেক্রেটারীদেরকে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে অবগত করুন। যদি ভাবী সদর আপনাদের মধ্য থেকে কাউকে কোনও সেক্রেটারী না করেন, তবে আপনাদের মনে কোনও প্রকার বিদ্বেষ থাকা উচিত নয়।

মসরূর মসজিদ উদ্বোধন ৩রা নভেম্বর, ২০১৮

আজ সাউথ ভার্জিনিয়ায় ‘মসরূর মসজিদ’ উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছিল। দুপুর ১২:২৫ টায় হুর আনোয়ার মসজিদ বায়তুর রহমান থেকে রওনা হন ৫২ মাইল দূরে অবস্থিত ভার্জিনিয়ায় মসরূর মসজিদ উদ্বোধনের উদ্দেশে। দুপুর প্রায় ২টার সময় হুযুর এখানে পদার্পণ করেন। হুযুর এখানে মসজিদের বাইরের দেওয়ালে স্মারক ফলকের অনাবরণ করেন এবং দোয়া করেন। এরপর হুযুর আনোয়ার মসজিদ এবং জামাতের সেন্টার পরিদর্শন কনে।

এই সেন্টারের ভবনটি ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসে ক্রয় করা হয়েছিল। পূর্বে এটি গীর্জার ভবন ছিল। ক্রয় করার পর কিছুটা সংস্কার করা হয়েছে। ভবনটি ক্রয় করতে পঞ্চশ লক্ষ ডলার ব্যয় হয়েছে এবং এর সংস্কারে ব্যায় হয়েছে ৭৫ হাজার ডলার।

এই সেন্টারের আয়তন ১৭.৬ একর। মসজিদের ছাদবিশিষ্ট অংশের আয়তন ২২৪০৩ বর্গফুট। মসজিদ সংলগ্ন একটি উঁচু স্থপতি আছে যার উচ্চতা ৬৪ ফুট। পরবর্তীতে এটিকে মিনারার রূপ দেওয়া হবে।

মসজিদের দুটি অংশ। একটি উপর তলের, দ্বিতীয়টি নীচের তলের। মসজিদের উপরের অংশে পুরুষদের হলঘর রয়েছে। যার একটি অংশে একটি মঞ্চ রয়েছে, সঙ্গে একটি বড় টিভি স্ক্রীনও রয়েছে। একটি ব্যাকস্টেজ অডিও-ভিডিও রুম এবং একটি ছোট মাপের রান্নাঘরও রয়েছে।

এই সেন্টারে পুরুষ ও মহিলাদের নামাযের জন্য পৃথক পৃথক দুটি হলঘর রয়েছে। পুরুষদের নামায ঘরে ৫০০ ব্যক্তি নামায পড়তে পারবে। একটি লবি রয়েছে যেখানে পুরুষদের সংখ্যা অতিরিক্ত হলে কিম্বা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থার জন্য ব্যবহার করা হয়। একটি উচ্চমানের অডিও ভিডিও সিস্টেমও মসজিদে স্থাপন করা হয়েছে। মসজিদে তিনটি পেঁচানো সিটি ছাড়াও একটি এলিভেটর রয়েছে।

নীচু তলে মহিলাদের নামাযের জন্য একটি হলঘর রয়েছে যেখানে ১৫০-এর বেশি মহিলা নামায পড়তে পারবে। এছাড়াও নীচের তলায় মোট এগারোটি কক্ষ রয়েছে যেখানে ছোটদের ক্লাস এবং বিভিন্ন বিভাগের অফিস ও সভাগৃহও রয়েছে।

একটি আঞ্চলিক গ্রন্থাশালাও রয়েছে এখানে। এই অংশে একটি জামাতের রান্নাঘর তৈরী করা হয়েছে। ছোটদের জন্য একটি নার্সারীও রয়েছে।

মসজিদ ভবনের অনতিদূরে লঙ্গরখানা নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও একটি বাস্কেট বল কোট ও ক্রিকেটের জন্য একটি হার্ড বলের পিচ তৈরী করা হয়েছে। ২২৬ টি গাড়ির পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও এখানে রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার মসজিদ পরিদর্শন করে নির্দেশ দেন যে, মেহরাবের অংশটি ভিতরে হওয়া দরকার। হুযুর জানতে চান যে, সাউন্ড সিস্টেমে শব্দ বেশি অনুরণিত হয় না তো?

হুযুর আনোয়ার লাজনা হল ঘুরে দেখেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন অফিসও দেখেন, রান্না ঘরেও প্রবেশ করেন এবং ব্যবস্থাপকদের কাছে অতিথিদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে চান।

সাংবাদিক সম্মেলন

বৈদ্যুতিন মাধ্যম, সংবাদ পত্রিকা এবং সমাজ মাধ্যমের প্রতিনিধি ও সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

ডব্লুউটিওপি ওয়াশিংটন ডিসি একটি প্রমূখ সংবাদ পত্রিকা। এই পত্রিকার সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দান করেছিলেন।

ভয়েস অফ আমেরিকার সূচনা হয় ১৯৪২ নালে। এই অসামরিক চ্যানেলটি আমেরিকার বাইরে

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 24 Oct , 2019 Issue No.43

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সম্প্রচারের জন্য ফেডেরাল প্রশাসনের একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে সে দেশ সম্পর্কে মানুষের সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি জানতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভয়েস অফ আমেরিকার তিনজন মহিলা সাংবাদিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

পোটোম্যাক লোকাল-এর গোড়া পত্তন হয় ২০১০ সালে। এটি প্রিন্স উইলিয়ম এবং স্টাফোর্ড কাউন্টিস, মানাসাস এবং মানাসাস পার্ক শহরের প্রমূখ ও স্বতন্ত্র নিউজ এজেন্সি। এই পত্রিকার পক্ষ থেকেও দুইজন সাংবাদিক এসেছিলেন।

'হোয়াটসআপ প্রিন্স উইলিয়াম'

কাউন্টির প্রিন্স উইলিয়ামের স্থানীয় নিউজ আউটলেট রয়েছে। এর দুই জন সাংবাদিক সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

ফ্রিল্যান্স জার্নালিস্টও সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, পাঁচ বছর পূর্বে হুযুর আনোয়ার যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। এবার এখানে প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে অবস্থান করছেন। এই বছরগুলির ব্যবধানে হুযুর কি কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন? আপনার বর্তমান সফর প্রসঙ্গে অভিমত কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমাদের জামাতের মধ্যে পরিবর্তনের কথা বলতে গেলে জামাত এখানে প্রসার লাভ করেছে। বিগত পাঁচ বছরে বহু আহমদী অভিবাসী এখানে স্থানান্তরিত হয়েছেন। এছাড়াও আমাদের জামাতের বেশ কয়েকটি মসজিদও নির্মিত হয়েছে যা বিভিন্ন শহর ও প্রদেশর জন্য এক একটি নতুন সংযোজন। আমাদের জামাতের উন্নতি অব্যাহত রয়েছে। আর দেশের অন্যান্য পরিস্থিতির কথা বলতে গেলে আমার মতে আপনারাই ভাল জানেন। এমনিতে অনেক কিছুতেই স্পষ্ট পরিবর্তন চোখে পড়ছে। সরকারের পট পরিবর্তন হলে পরিবর্তনও স্বাভাবিক। কিছু রাজনৈতিক পরিবর্তনও আসে। আর যেখানে যেখানে আমাদের জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আমাদের সুসম্পর্ক রয়েছে, আর সম্পর্ক আরও উন্নত হচ্ছে।

বর্তমানে রাজনীতিকগণ নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। দেখা যাক, এর পরিণাম কি আসে।

সাংবাদিক বলেন, আপনি কি নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রাখছেন? হুযুর আনোয়ার বলেন, খুব বেশি তো নয়। কিন্তু কিছুটা তথ্য থাকে। সম্ভবত আজই আপনাদের প্রেসিডেন্ট ভোটের প্রচারের জন্য শেষ ভাষণ দান করলেন।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, যুক্তরাষ্ট ছাড়া বিশ্বের অন্যন্য দেশে আহমদীদের উপর নির্যাতন হয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন, হ্যাঁ, নির্যাতন হয়, বিশেষ করে পাকিস্তানে খুব বেশি হয়। পাকিস্তান থেকে বিপুল সংখ্যক আহমদী দেশান্তরিত হচ্ছেন। রাষ্ট্রীয় নির্যাতনই এর প্রধান কারণ। পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে যথারীতি আইন তৈরী হয়ে আছে। সেই আইন অনুযায়ী আমরা নিজেদের ধর্মমত ব্যক্ত করতে পারি না, ধর্মাচার অনুশীলন, কিম্বা ধর্মের প্রচার, কিছুই করতে পারি না। পাকিস্তান ছাড়াও আরও কিছু দেশ রয়েছে, যেখানে আহমদীরা বিপন্ন। কিন্তু বিশেষ করে পাকিস্তানে আহমদীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনারা উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মানব-কল্যাণমূলক কাজের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনাদের জামাত কিভাবে সেই দেশুগুলিকে সাহায্য করছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন, আফ্রিকায়, বিশেষ করে পশ্চিম আফ্রিকার একাধিক দেশে আমাদের হাসপাতাল চলছে। আমরা এই দেশগুলিতে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করছি। সেখানে আমাদের স্কুল স্থাপিত রয়েছে, যার মাধ্যমে সেই সমস্ত শিশুদেরকে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিচ্ছি যারা স্কুল পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আমাদের অধিকাংশ স্কুলই প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। এছাড়াও আরও অনেক প্রকল্প রয়েছে যার মধ্যে শুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের প্রকল্পটি অন্যতম। আফ্রিকায় শুদ্ধ পানীয় জল অত্যন্ত দুর্লভ বস্তু। ছোট ছোট ছেলেরা মাথায় বালতি নিয়ে দুই-তিন কিমি পাঁয়ে হেঁটে পুকুর থেকে জল নিয়ে আসে। তার পরেও যে জল তারা নিয়ে আসে, তা অত্যন্ত নোংরা ও দুষিত। সেই সব মানুষদের বাড়ির বাইরে যখন শুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায়, তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। এখানে আপনি যদি কোন মহার্ঘ্য বস্তু হাতে পান, তবে কতই না আহ্লাদ আপনার হয়! জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত আফ্রিকার এই মানুষগুলি যখন শুদ্ধ পানীয় জল পায়, তখন তাদের চেহারায় ফুটে ওঠা আনন্দ দেখার মত বিষয় হয়ে থাকে, সেই মূহুর্তের আবেগ-অনুভুতি অবর্ণনীয়।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আহমদী মুসলমান এবং অন্যান্য মুসলমানদের মধ্যে পার্থক্য কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, রসূল করীম (সা.)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমরা বিশ্বাস করি যে, শেষ যুগে এক ব্যক্তির আবির্ভাগ হবে, তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী দুইজন আবিভুত হবেন, যাদের মধ্যে একজন মসীহ আর অপর জন মাহদী হবেন। আমাদের বিশ্বাস, সেই ব্যক্তি হলেন জামাত আহমদীয়া মুসলেমার প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি (আ.) দাবি করেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ করে বলেছেন, তিনিই সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে রসুল করীম (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, সেই ব্যক্তি নবীর পদমর্যাদা রাখবেন।

অন্যান্য মুসলমানদের দাবি, তিনি এখনও আবির্ভুত হন নি। তিনি আকাশ থেকে নামবেন আর যিনি মাহদী হবেন তিনি মুসলমানদের মধ্য থেকেই হবেন। এরপর তারা উভয়ে সম্মিলিতভাবে ইসলাম প্রচারের কাজ করবেন।

তাদের আরও দাবি, আহমদীরা জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদকে নবী হিসেবে মান্য করেন। আমাদের উত্তর হল, আমরা তাঁকে নবী মনে করি, কেননা ইসলামের পয়গাম্বার স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ (সা.) সেই আগমণকারী ব্যক্তিকে নবী উপাধিতে ভুষিত করেছেন। তারা মনে করে, মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)কে নবী হিসেবে মান্য করে নবী করীম (সা.)-এর 'খাতমে নবুয়ত' -এর মর্যাদা লঙ্ঘন করেছি, যিনি 'খাতামান্নাবীইন। তারা মনে করে, আহমদীরা কুরআন করীমের শিক্ষা মেনে চলে না, আঁ হযরত (সা.)-এর 'খাতামীয়াতের উপর আক্রমণ করেছে। কেননা, তারা জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতাকে নবী বলে বিশ্বাস করে। এইরূপে তারা নিজেদের ধারণা মতে আহমদীরা ধর্মচ্যুত, আর আঁ হযরত (সা.)-এর অবমাননা করেছে। তাই এরা সমস্ত রকমের শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।

অথচ কুরআন করীম আঁ হযরত (সা.)-এর অবমাননাকারী বা ইসলাম ধর্মত্যাগকারী ব্যক্তির জন্য কোনও শাস্তি নির্ধারণ করে নি।

মোটকথা এই সব কারণেই পাকিস্তানে আহমদীদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে, এবং বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিতেও আহমদীদেরকে ঘৃণার চোখে দেখা হয়। যতদূর আমাদের ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ক, আমরা বিশ্বাস করি যে, আঁ হযরত (সা.) শেষ শরীয়তধারী নবী। আমরা বিশ্বাস করি যে, কুরআন শেষ শরিয়তধারী গ্রন্থ। কিন্তু আমরা এও বিশ্বাস করি যে, শেষ যুগে যে ব্যক্তির আগমণের প্রতিশ্রুতি ছিল, আঁ হযরত (সা.) তাঁকে নবী উপাধি দিয়েছেন। যদিও সেই নবী শরীয়তধারী নবী হবেন না, বরং ছায়ানবী হবেন। আমাদের বিশ্বাস, আঁ হযরত (সাা.)-এর পর ছায়া-নবী আসতে পারেন, নতুন কোনও শরীয়ত আসতে পারে না। আঁ হযরত (সা.)-এর 'খাতামান্নাবীইন' হওয়ার ব্যাখ্যা নিয়ে

শেষাংশ ৯পাতায়...

যুগ ইমামের বাণী

কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করেই তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য বিকশিত হওয়া সম্ভব।

মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir